রজিষ্টার নং৭৭   Rigistered No.77.   রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷০, ষাণ্মাসিক ৪৮, ডাকমাশুল ৮০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০টাকা
প্রতি খণ্ড ।৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৴৫, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ৩০এ অগ্রহায়ণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ সাল } ৪৪ সংখ্যা

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন,তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসা রোগও শান্তিধহইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্পা, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দাষ মূত্রকৃচ্ছ্র বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সুতিকা, প্রদর, মুচ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷০ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার [illegible] আনাইয়াছি, ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বরব ক্ষয়, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট কর গয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানা পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত মহৌষধীর গুণ ভূবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগী আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহা কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করি কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বলেশ্বর।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধ গুন বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করি পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গু অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হ হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষু শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঙ্ক গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনে প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরন মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুন দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। এত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপু জেলা মুরসিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহ আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন করা পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুয়ামন।

অত্যাশ্চর্য্য ওলাউঠার অমূল্য বটিক।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোনটীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্বরাধবভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কুচিয়াকেল্লল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জেনুকল হোসেন, দেওয়ান।
মোং ভালিবপুর, স্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
য়নারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের নহে, জ্বর প্রায় ৭।৮ সংতাকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসর কার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যতপরনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায়, চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর একবারে বন্দ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গয়াছে, প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার জান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সু।
মোং হুগলি. যুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকংশে সামা হইয়াছে। প্লীহ জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষগাথা পোঃ আঃ

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, জ্বর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতাঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, মেহের পীড়া বার আনা আন্দজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলান বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই, এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাদি ভক্ষণও হয় হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়, প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহার সুত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
মোং চুড়ামল জেলা, মালদহ।

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস অনাইয়াছিলাম। এবং একটী স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল
মোং গুলটিয়া, তায়া সিন্দীয়া।

অমৃত রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহুড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
মোং গৌরীপুর ধুবড়ী।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town. It was however administered in two two cases with successful resnlt.

Signed W R. Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের
অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত
শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্যহয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

স্মরসুন্দরীবটিকা।
(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।
সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল । আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩সাল ৩০এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

খৃষ্টান ও মুসলমান।

মুসলমানেরা যে অপদস্থ হইয়াছেন সে কতক তাহাদের নিজের দোষে এবং কতক সুযোগ অভাবে। ভারতবর্ষ যদি মুসলমানের দেশ হইত তাহা হইলে ইংরাজেরা সহজে এ দেশে এত আধিপত্য করিতে পারিতেন না। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগের হস্তে ক্রমে রাজ শাসনের ভার অর্পণ না করিতেন তাহা হইলে এখানে ইংরাজেরা সহজে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। যে জাতির ধর্ম্মে অচল ভক্তি আছে এবং যাহাদের ধর্ম্মে কাফেরের রক্তপাত এবং কাফেরের দ্রব্য লুণ্ঠন করা পরকালের একটী প্রশস্ত পথ বলিয়া উপদেশ দেয়, যত দিন আসুরিকভাব পৃথিবীতে কর্ত্তৃত্ব করিবে সে জাতির তত দিন পতন হইবে না। খৃষ্টানেরা যেরূপ ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতেছেন, যদি মুসলমানেরা এই রূপ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন তাহা হইলে মুসলমানেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য না করিতে পারুন খৃষ্টানদিগের সঙ্গে মুসলমানেরা সমান অংশ করিয়া পৃথিবী অধিকার করিতেন। এত দিন মুসলমানেরা যাহার অভাবে দিন২ অধঃপাতে গমন করিতেছিলেন ইউরোপীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে তাহারা সেই সুযোগ আপাততঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট সারবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই, এ যুদ্ধ খৃষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে। যদি রুশের নিজের কিছু স্বার্থ না থাকে এবং তাহারা যদি কেবল সারবিয়ার প্রপীড়িত খৃষ্টানদিগের সাহায্যার্থে অস্ত্র ধারণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীর সকল খৃষ্টান জাতি সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ ভাবে রুশের সঙ্গে যোগ দিবেন। ইংলণ্ড তুর্কির অদ্বিতীয় বন্ধু, ইংলণ্ড নিজের স্বার্থের নিমিত্ত তুর্কিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তথাচ খৃষ্টানদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর এই রূপ অনুরাগ অথবা মুসলমানদিগের উপর এই রূপ বিরাগ যে ইংলণ্ডের অনেক প্রধান২ লোক সারবিয়ার খৃষ্টানদিগের নিমিত্ত ইংলণ্ডের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়াছেন এবং রুশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিতেছেন। ইংলণ্ডে এখন দুই জন প্রধান ব্যক্তি আছেন, ডিসরেলি এবং গ্লাডষ্টন। গ্লাডষ্টন স্বয়ং রুশের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। রুশ তুর্কিকে অপদস্থ করিয়া কনেষ্টেণ্টিনোপোল অধিকার করার উদ্যোগ করিতেছে তাহা গ্লাডষ্টন দেখিতেছেন, তিনি ইহাও জানিতেছেন যে কনেষ্টেণ্টিনোপোল অধিকার করিলে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। তথাচ তিনি স্বধর্ম্মের রূপ বিমোহিত হইয়াছেন যে ইংলণ্ডের কোন বিপদ লক্ষ্য করিতেছেন না। তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী সভার আহ্বান করেন, সভাতে ইংলণ্ডের নানা স্থান হইতে এক সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হন এবং তাহারা প্রকাশ করেন যে রুশ যে উদ্দেশ্যে তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছেন সে উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত তুর্কিকে পরিত্যাগ করিয়া রুশের উদ্দেশ্য যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি যত্নশীল হন। মুসলমানেরাও তুর্কির যুদ্ধের নিমিত্ত ক্রমে উত্তেজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের এরূপ স্থান নাই যেখানে তুর্কি যুদ্ধের সাহায্যের নিমিত্ত মুসলমানেরা কোন না কোন উদ্যোগ করিতেছেন। ইহার নিমিত্ত কলিকাতায় ১০ দশ হাজার, বোম্বাই ৩০ হাজার, মান্দ্রাজে ৮ হাজার, লাহোরে ১২ হাজার, হাইদ্রাবাদে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। যে টাকা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইয়াছে ইহাতে মুসলমান ধনাঢ্যেরা অনেকেই এখন পর্য্যন্ত কিছু প্রদান করেন নাই। দিল্লীর দরবারের পর ইহারা সাহায্য প্রদান করিবেন। মুসলমানেরা শুদ্ধ অর্থ প্রদান করিতেছেন না সহস্র২ ব্যক্তিরা কুইনের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিতেছেন যে তুর্কিকে এই বিপদ কালে তাহারা না ত্যাগ করেন। ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সম্বাদ দাতা পত্র লিখিয়াছেন যে তুর্কিরা যুদ্ধের নিমিত্ত ক্রমে সুসজ্জিত হইতেছে এবং তাহাদের বিশ্বাস যে যদি কেহ তাহাদের সাহায্য না করে, তাহা হইলেও তাহারা একাকী রুশদিগকে পরাস্থ করিতে পারিবে। সুলতান এক রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন যে ইউরোপীয় রাজারা তাহাকে যদি কোন অন্যায় ব্যবস্থা করেন তবে তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন না। তুর্কির সুলতান চক্ষের উপর দেখিতেছেন যে ইউরোপীয় সমুদয় রাজারা প্রায় তাহার বিপক্ষ, তিনি ইহাও দেখিতেছেন যে ইংলণ্ড নিজের স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত যদি তুর্কিকে পরিত্যাগ করিলে তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা পায় তাহা হইলে তিনি তুর্কিকে পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না। তাহার এই বিপদ আহারহ চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে কিন্তু তথাচ তিনি ভীত হন নাই তাহার অধীনস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধের নামে ভীত হয় নাই, প্রত্যুত তাহারা যুদ্ধের নিমিত্ত অধীর হইয়াছে। পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ১৩০,০০০,০০০ এবং খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা ৩৭৫০০০০০০ অর্থাৎ মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ, আবার খৃষ্টানেরা সুশিক্ষিত এবং মুসলমান অপেক্ষা সকল বিষয়ে তাহারা সহস্র গুণে উন্নতি করিয়াছেন সুতরাং মুসলমানেরা যতই যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যস্ত হউন, খ্রীষ্টানেরা ঐক্য হইলে তাহারা তাহার বেগ সম্বরণ কবিতে পারিবেন না। তবে মুসলমানদিগের এক সুবিধা আছে, খৃষ্টানদিগের সে সুবিধা নাই। খ্রীষ্টানেরা স্বার্থপর, তাহারা ধর্ম্মাপেক্ষা স্বার্থ অধিক ভাল বাসেন। গ্লাডষ্টন এখন খ্রীষ্টানদিগের প্রতি যত অনুরাগই দেখান যদি রুশ সম্রাট তুর্কিকে পরাস্থ করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে তিনি তখন ধর্ম্মের কথা বিস্মৃত হইবেন। যদি রুশেরা জয় লাভ করিয়া ইউরোপে কর্ত্তৃত্ব করিবার কিছু মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করে অথবা যুদ্ধ দ্বারা তাহারা এরূপ কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে বড় হইবে এ রূপ কোন শঙ্কার উদয় হইতে পারে তাহা হইলে আবার খ্রীষ্টানেরা একত্রিত হইয়া রুশকে শাসন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিবেন। এমন কি যদি তুর্কি দ্বারা রুশকে জব্দ করার সুবিধা থাকে সে সুবিধাও লইতে তাহারা ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু যদি পৃথিবীতে যে ১৩ কোটী মুসলমান আছে ইহারা খ্রীষ্টানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয় তাহা হইলে যুদ্ধের পরেই যাহা হউক যত দিন যুদ্ধ থাকিবে তত দিন মুসলমানেরা নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবেন। মুসলমানদিগের কোরাণের উপর অটল ভক্তি এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জেহাদে শত্রু নষ্ট করিলে যেরূপ স্বর্গে গতি হয় সেই রূপ শত্রু বিনষ্ট করিতে যিনি প্রাণ ত্যাগ করেন তিনি অতুল বিলাস পুর্ণ স্বর্গে তৎক্ষণাৎ গমন করেন। যাহারা বিলাস ভোগকে জীবনের সর্ব্ব প্রধান সুখ মনে করে এবং যাহাদের বিশ্বাস এই যে সুখ সম্ভোগের প্রধান উপায় জেহাদে শত্রু নিপাত করা অথবা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হওয়া তাহাদের আর কোন স্বার্থ দ্বারাই মন বিচলিত করিতে পারে না। সুতরাং যদি তুর্কির যুদ্ধ হয় তাহা হইলে সে যুদ্ধে ভয়ানক রক্ত তরঙ্গ উঠিবে এবং ইহার ফল কি হয় তাহা বিধাতা জানেন। যদি মুসলমানেরা পরাস্থ হয় অথচ তাহাদের এক কালীন নিধন না হয় তাহা হইলে মুসলমান জাতির আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠার সুযোগ উপস্থিত হইবে। মুসলমানেরা যে সুযোগ অভাবে ক্রমে নির্জ্জীব হইতেছেন, সেই সুযোগ আবার উপস্থিত হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে রক্তবীজের বধের সময় শক্তি যত রক্তপাত করেন তত শত্রু দলের বৃদ্ধি হয়। খ্রীষ্টানেরা যদি মুসলমানদিগের রক্তপাত করেন তাহা হইলে পরিণামে দেখিবেন যে প্রতি বিন্দু রক্ত হইতে সহস্র সহস্র মুসলমান উৎপন্ন হইবে।

জেল রিপোর্ট।

ইংরাজি কি সুন্দর ভাষা এবং ইংরাজেরা কি সুন্দর রিপোর্ট লিখিতে পারেন। যিনি গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্ট পাঠ করিয়া ইংরাজ অধিকৃত ভরিতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, তিনি মনে মনে স্থির করিবেন যে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষবাসীরা কত সুখেই আছে। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত জেল রিপোর্ট পাঠে অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তেরও হৃদয় শীতল হইবে। বিধাতা করিতেন রাজপুরুষেরা যখন রিপোর্ট লিখেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ মনের ভাব সমুদয় প্রকাশ করেন, কার্য্যেও তাহাই প্রকাশিত হইত, রিপোর্টে তাহারা যে সমুদয় ঘটনা গুলি উল্লেখ করেন প্রকৃতপক্ষেও আমরা তাহাই চক্ষে দেখিতাম। রিপোর্ট লেখকেরা পোলিস, মাজিষ্ট্রেট ও জেল কর্ত্তৃপক্ষদের যেরূপ সুখ্যাতি করেন ইহাঁরা যদি প্রকৃতই সেই রূপ লোক হইতেন, ইহাদের তত্ত্বাবধানে গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রকাশিত রিপোর্টে তাহাদের যেরূপ সুখ্যাতি থাকে সে সমুদয় যদি সেই রূপ সুখ্যাতি সহ সম্পন্ন হইত তাহা হইলে আমরা কত সুখেই বাস করিতাম। কিন্তু কার্য্যে আমরা তাহার অনেক বিষয়ই দেখিতে পাই না। অনেকে ইংরাজ জাতিকে বণিকের জাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইংরাজ দিগের বণিকের আর কোন গুণ আছে কি না তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তাঁহারা যে কোন দ্রব্য এ রূপ ভাবে সজ্জিত করিতে পারেন যেদর্শকরা তাহা দেখিয়া মোহিত হয়, তাহার ভাল মন্দ বিচার করার তাহাদের ক্ষমতা থাকে না। ইংরাজদিগের এই গুণ থাকাতে তাহারা অনায়াসে জেলের নিষ্ঠুরতা, রাজ পুরুষগণের অবিচার, পোলিসের অত্যাচার এ সমুদয় গুলি কেমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাহাদের সাজানের কারিগুরিতে এমন কি বহুদর্শী ও চতুর লোকও মোহিত হইয়া পড়েন।

এই রূপ কারিগুরির মধ্যে কিছু মাত্র সরলতার চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে সান্ত্বনার উদয় হয়। সার রিচার্ড টেম্পেলের পোলিস ও জেল রিপোর্ট পাঠে আমরা এই রূপ সরলতার চিহ্ন দেখিয়া অনেক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি বঙ্গদেশ সত্বর পরিত্যাগ করিতেছেন। এ দেশ শাসন সম্বন্ধে তাহার হৃদয় যে সরলতার উদয় হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা কোন রূপ উপকার প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারি। বিদেশীয় শাসনের অনেক দোষ। ডাক্তার মাউট দীর্ঘ কাল জেলের কর্ত্তৃত্ব করিয়া যখন তাহার মনে এই রূপ সরলতার উদয় হইল, যখন তিনি দেখিলেন যে এ দেশের কারাগার বাসীদিগের মঙ্গল করিতে হইলে তাহাদের উপর কিছু স্নেহ মমতা দেখান উচিত সেই সময় তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং জেলের কর্ত্তৃত্বের ভার এক জন নূতন কর্ম্মচারীর হস্তে পতিত হইল। ক্যাম্বেল সাহেব জেলের কঠোরতা প্রবর্ত্তন করিয়াই এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যদি আর দুই বৎসর এখানে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে তাহার চৈতন্য হইত। তিনি বুঝিতেন যে জেলে কঠোরতার প্রবর্ত্তনা করিয়া তিনি শাসন কর্ত্তার কাজ করেন নাই, জল্লাদের কাজ করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এটি বুঝিতে পারিলেন এবং সেখানে গিয়া স্বীকার করিলেন যে এ দেশের বন্দীদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার তত প্রয়োজন করে না। টেম্পল সাহেব গত বৎসর কয়েদিদিগের দুরবস্থা দেখিয়া কিছু স্বীকার করেন তথাচ মনের বেগ সম্বরণ করেন। এবার তিনি আর মনোবেগ সম্বরণ করিতে

পারেন নাই। জেলের মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

যদিও গত বৎসরের জেলের মৃত্যু সংখ্যা তৎ পূর্ব্ব বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা কম তথাচ দেশের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে জেলে গত বৎসর দ্বিগুণ লোক মরিয়াছে। সার্জ্জন জেনরেল ইহার যে সমুদয় কারণ বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয় অর্থাৎ বন্দীদের আহার, বস্ত্র, পানীয় জল, বাস স্থান প্রভৃতির প্রতি অধিক যত্ন করিলে এবং অধিক সংখ্যক কয়েদি এক স্থানে অবস্থিতি না করে এ রূপ বন্দবস্ত করিলে যদি মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হয় তাহা হইলে মৃত্যু সংখ্যা কমান কতক গবর্ণমেন্টের আয়ত্বাধীন রহিয়াছে। কিন্তু লেফটেনেন্ট গবর্ণর ইহা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করেন না। তাহার বিশ্বাস কারাগারে বন্দী হওয়াতেই লোকের এই রূপ মৃত্যু হইয়া থাকে। তিনি তথাচ সার্জ্জন জেনারেলের কথার উপর নির্ভর করিয়া জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়দের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন যে তাহারা দেখিবেন যেন বন্দীরা নিয়ম মত আহার ও বস্ত্র পায়, এ বিষয়ে কোন রূপ পক্ষপাতিত্ব না হয় এবং আহারীয় দ্রব্য অপকৃষ্ট না হয়, জেলে বলবানেরা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার না করে, পূর্ব্বের শারীরিক অবস্থা অনুসারে কয়েদিদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হয়।

টেম্পেল সাহেব এ বৎসর বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ সদয় হইয়াছেন তাহাতে যদি তিনি আর এক বৎসর এখানে থাকিতেন তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে জেলের মৃত্যুর কারণ কঠোর শাসন। কয়েদিদিগের অধিকাংশ লোক বাটীতে যে অবস্থায় থাকে জেলে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখে থাকে, তাহারা অপেক্ষাকৃত উত্তম আহার করে, উত্তম স্থানে বাস করে; কিন্তু তথাচ সেখানে অধিক লোকের কেন মৃত্যু হয়? কঠোর শাসন যে মৃত্যুর একটী কারণ তাহা সার্জ্জন জেনারেল স্বীকার পাইয়াছেন, টেম্পেল সাহেবও ইহা এক রূপ স্বীকার পাইয়াছেন। আবার গত ৩০ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাউট সাহেব যত দিন জেলে কঠোর শাসনের বিধান করেন তত দিন জেলের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তিনি যাই কঠোর শাসন শিথিল করেন সেই মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যায়। আবার ক্যাম্বেল সাহেব যাই কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন আর অমনি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর যে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে তাহারও কারণ বোধ হয় এই কঠোর-শাসনের শিথিলতা। সচ্চরিত্রের সঙ্গে কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী হইলে মেয়াদ থাকিতেও গবর্ণমেন্ট কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। এই সুন্দর নিয়ম দ্বারাও জেলের মৃত্যু সংখ্যা কতক কমিয়াছে। যদিচ এ নিয়ম গত কয়েক বৎসর অবধি প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর লোকে ইহার বিশেষ ফল ভোগী হইয়াছে। গত বৎসর জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১২ হাজার বন্দীকে এই নিয়মাধীন রাখিয়া দেন। ইহার ৩৫০ শত লোক এই নিয়মে মেয়াদ থাকিতে জেল হইতে মুক্তি লাভ করে। আবার গত বৎসর বন্দীদিগের প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত অধিক স্নেহ করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৩২১৭৪ কয়েদি জেলের নিয়ম অনুসারে শাস্তি পায়। গত বৎসর ২৫২১২ জন লোক শাস্তি পাইয়াছিল। ইহারা আবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প শাস্তি পায়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জেলে কঠোর নিয়ম যদি পালন করিতে না হইত তাহা হইলে সেখানে এত লোক মরিত না। এই কঠোর নিয়ম যদি গবর্ণমেন্ট শিথিল করেন তাহা হইলে মৃত্যু সম্বন্ধে জেলের অনেক উন্নতি হইবে। গবর্ণমেন্টের ভয় পাছে এই কঠোরতা কিছু শিথিল করিলে লোকে জেলে যাওয়া আর দণ্ড বলিয়া মনে করিবে না। এই বিশ্বাসই সমুদয় দোষের মূল। এদেশীয়েরা গৃহ ও পরিবারকে এত ভাল বাসে যে যদি গবর্ণমেন্ট অপরাধীদিগকে শুদ্ধ গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেন তাহা হইলেই তাহারা যথেষ্ট শাস্তি মনে করিত। তাহার উপর আত্মাভিমান, লোক লজ্জা, গ্লানি, প্রভৃতি দ্বারা দেশের লোককে এ রূপ কষ্ট প্রদান করে যে অনেকেই ইহার নিমিত্ত মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। আমাদের বিবেচনায় এদেশীয় যে সমুদয় ব্যক্তি এই লজ্জা, গ্লানি, স্বজন বিরহ যন্ত্রণা দ্বারা কাতর হয় না, গবর্ণমেন্ট তাহাকে কোন রূপ শাস্তি দিয়া কাতর করিতে পারেন না। এ রূপ ব্যক্তি এদেশে অতি বিরল এবং যাহারা আছে তাহারা জেলকে দণ্ড স্থান মনে করে না, তাহারা জেলে গমন করার সুযোগ অনুসন্ধান করে। জেলে যত কঠোর নিয়ম আছে তাহার মধ্যে তামাক ও পান খাওয়া বিশেষতঃ তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকাতে কয়েদিরা অত্যন্ত কষ্ট পায়। জেলে যত দুষ্কর্ম্ম হয়, কয়েদিরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যত ত্রুটি করে এবং জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যত দণ্ড দিতে হয় তাহার অধিকাংশই ইহার নিমিত্ত। গত বৎসর যে জেলে ২৫ হাজার কয়েদি দণ্ড পাইয়াছে যদি কারাগারে তামাক পান খাওয়ার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে ইহার অর্দ্ধেক লোকও দণ্ড পাইত না। কর্ত্তৃপক্ষীয়রা তামাক খাওয়া বিলাস মনে করিয়া জেলে ইহার ব্যবস্থা করিতে দেন না। কিন্তু এদেশে বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তামাক এক রূপ জীবন ধারণের আর পাঁচটী উপাদানের ন্যায় একটী উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। যদি ইংরাজ কয়েদিদিগকে টেবেল, চেয়ার, মাংস, রুটী প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেওয়া বিলাসের মধ্যে পরিগণিত না হয় তাহা হইলে এদেশীয়দিগকে তামাক দেওয়া যে কেন বিলাস ভোগ বলা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর একটু বিলাস ভোগ করিতে দিলে যদি বন্দীরা কম অপরাধ করে, মৃত্যুর সংখ্যা কম হয় তাহা হইলে তাহাও গবর্ণমেন্টের করিতে দেওয়া উচিত। ডাক্তার মাউট অনেক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া জেলে তামাক খাওয়া এক রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। টেম্পেল সাহেব আদেশ করিয়াছেন যে শারীরিক অবস্থা অনুসারে বন্দীদিগকে কাজ দেওয়া উচিত। বন্দীদিগের শারীরিক অবস্থা ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে। এ দেশের অনেক ভদ্র লোক কারাগারে গমন করিয়া থাকেন। ষ্ট্রিফিন সাহেব যে কঠোর আইন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ভদ্রাভদ্র কাহার পক্ষে এখন আর জেলে গমন করা তত বিচিত্রের বিষয় নহে। ভদ্র লোকের পক্ষে নীচ কর্ম্ম করা আর তাহাদের যমের মুখে যাওয়া এক কথা। টেম্পেল সাহেবের শারীরিক ও সামাজিক উভয় বিধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। ইংরাজদিগের প্রতি গবর্ণমেন্ট অনেক সময় এ রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। সিংহল দ্বীপের নর ঘাতক সাহেবের প্রতি বিচারপতিরা এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

——

আমরা গত বারের পত্রিকায় একটী ভারতবর্ষীয় রমণীর পতি বিরহে ইচ্ছামত প্রাণত্যাগের বিষয় প্রকাশ করি, অদ্য সভ্যতম আমেরিকাবাসী একটী রমণীর বিষয় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এ রমণীর নাম হাউস। ইনি স্বহস্তে আপন স্বামীকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। নর হত্যা অপরাধে ইনি রাজ বিচারে উপস্থিত হন। জুরিরা ইহার মকর্দ্দমা বিচার করেন। সমুদয় সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ হইলে জুরিরা পরামর্শ করিতে বসেন। ৫। ৬ ঘণ্টা পরামর্শের পর তাহারা হাউসকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। তিনি অব্যাহতি পাইলে বিচারালয়ে যত লোক ছিল, সকলেই আনন্দের ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি বিচারালয় পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতেছেন, পথের দুই পার্শ্বস্থ লোক তাহার অব্যাহতির নিমিত্ত আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। তিনি বাটী উপস্থিত হইলে তাহার দেবর ভ্রাতৃ শোক বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতৃ বধুর পাণি গ্রহণ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এই রমণী প্রকৃত দোষী কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি অতুল্য রূপসী এবং তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি কখনই কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই।

——

নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেক গুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হইল না। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেন্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জ্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এই রূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এ রূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রুকুটীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।

——

এম্প্রেস উপাধির ঘোষণ পত্র প্রকাশিত হইবার সময় যে দরবার হইবে তাহার মধ্য স্থলে গবর্ণর জেনারেল সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। গবর্ণর জেনারেলের সম্মুখে এদেশীয় স্বাধীন রাজারা উপবিষ্ট হইবেন। গবর্ণর জেনারেলের দুই পার্শ্বে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসিবেন। ঘোষণাপত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইবে। বাঙ্গলার সৈনিক বিভাগের অসমণ্ড বার্ণেস সাহেব ঘোষণাপত্র পাঠের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এদেশে সৈনিক বিভাগে যত লোক আছেন ইনি তাহাদের সকল অপেক্ষা লম্বা এবং এই নিমিত্ত ইনি এই ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে ১২ জন নকিব থাকিবে, ছয় জন ইংরাজ এবং ছয় জন এদেশীয়। ইহারা পুরাতন কালীয় নকিবদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বার্ণেস সাহেবের অগ্রে ফুকরাইতে২ যাইবেন। ঘোষণাপত্র দিবা দুই প্রহরের সময় পঠিত হইবে।

——

এই রূপ রাষ্ট্র যে দিল্লি দরবারের সময় রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ এবং বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিবেন। ইহারা এক জন জেলার মাজিষ্ট্রেট, অপর জন জেলার জজের পদে নিযুক্ত হইবেন। ইহারা দুই জনই বাঁকুড়ায় নিযুক্ত হইবেন। বাবু জগদীশ নাথ রায়ও উড়িষ্যা হইতে বদলি হইয়া বাঁকুড়ায় প্রেরিত হইবেন এবং এই রূপে একটী জেলার সম্পূর্ণ শাসন ভার এদেশীয়দিগের হস্তে অর্পিত হইবে। যদি ইহারা সুচারু পূর্ব্বক কাজ করেন, অথবা ইহাদের কার্য্যে গবর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট এই পদ্ধতি অনুসারে ক্রমে এ দেশীয়দিগকে অন্য জেলার ভার অর্পণ করিবেন।

——

আগামী জানুয়ারীতে দুইটী গুরুতর বিষয় সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট মানস করিয়াছেন। রেলওয়ে এবং এদেশের কারাগার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত দুইটী সভা হইবে। দুইটী বিষয়ের সঙ্গে আমাদের দেশীয়দের সুখ দুঃখের অনেক সংস্রব আছে। যাহারা দেশের দুর্গতি মোচন করিবার কোন রূপ বাসনা করেন তাহাদের এখন হইতে তাহার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য।

——

যখন কলিকাতার মিউনিশিপ্যাল কমিসনার নির্ব্বাচন হয় তখন ডেলিনিউসের সম্পাদক কলিকাতার মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান হগ সাহেবের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব লিখেন। হগ সাহেবের বিবেচনায় এটী গ্লানি সূচক হয় এবং তিনি এই নিমিত্ত উইলসন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই মকর্দ্দমা গত সোমবার হইতে হাইকোর্টের সেসনে আরম্ভ হইয়াছে।

kept by Mr. Thomas in the Head quarters, for a month, to the neglect of his legitimate duties. This Teshildar sat with Mr. Thomas on the bench, put questions to the defendant, prompted questions to Mr. Thomas, took part in the investigation, and had interviews with him both morning and evening.

"Is conviction possible on the face of it?" says Mr. Thomas in the judgment. In the face of what?——the absence of dates. There were many witnesses for the prosecution but in all the cases they failed in giving dates of the commission of the crime. Not that they did not give any date, but there was a trifle inconsistency in their statements, there being sometimes a difference of 6 months! Under the circumstances it was thought convenient to put aside the matter of date altogether. For Mr. Thomas gravely urges that "Facts are true independent of dates." Quite true, but dates are necessary to *establish* "facts," and the absence of dates makes it impossible for the defendent to disprove a charge. So the Moonsiff was virtually condemned for accepting bribes at some date or dates unknown as the coroners say. It will be further perceived that the discrepancy in a witness is not a matter of much moment to Mr. Thomas. For though, as we said there was a discrepancy as to the date of occurance of six months, he believed the statements of both!

It was pointed out to Mr. Thomas that most of the witnesses for prosecution were either convicts sent to prison at the instance of the Moonsiff, or persons punished by him in some way or other. One was fined by him for contempt of court, another for some other reason. Others were his subordinates whom he had punished for neglect of duty and so forth. It was pointed out to him that the parties who alleged to have given bribe to the Moonsiff received no benefit whatever, that some of them even lost their cases. It was further pointed out to him that in a case the bribe was alleged to have been taken 8 months after the decision of the case, that some of these cases were transferred by the Moonsiff to another Court for trial, that in a case the value of which was only 121 Rupees it was alleged that Rupees one hundred was paid to the Moonsiff, that bribes were never taken in open day before a multitude as the Moonsiff was alleged to have done, but in vain. All Moonsiffs in India are currupt and here was an opportunity of giving them a a lesson. And while Mr. Thomas was excused his Sannyasee affair for his past services, the Moonsiff is a ruined man, ruined in every way!

SCRAPS AND COMMENTS.

The Emperor Alexander delivered an address on Nov. 10 to a body of representatives of the Nobles and Communal Council of Moscow in St. George's Hall in that city. According to a Reuter's telegram, His Majesty said:—

I thank you for the sentiments you have been good enough to express towards me in reference to the present political state of affairs, which has now become more clearly defined than before. I am pleased and ready to receive your address. It is already known to you that Turkey has yielded to my demands for the immediate conclusion of an armistice in order to put an end to useless slaughter in Servia and Montenegro. In this unequal struggle the Montenegrins have, as on all previous occasions, shown themselves to be real heroes. Unfortunately, the same cannot be said of the Servians, notwithstanding the presence of our volunteers in the Servian ranks, many of whom have shed their blood for the Slavonian cause. I know that all Russia most warmly sympathises with me in the sufferings of our brethren and co-religionists. The true interests of Russia, however, are dearer to me than all, and I should wish to the uttermost to spare Russian blood from being shed. This is the reason why I have striven, and shall still strive, to obtain a real improvement of the position of the Christians in the East by peaceful means. In a few days negotiations will commence in Constantinople between the representatives of the Great Powers to settle the conditions of peace. My most ardent wish is that we may arrive at a general agreement. Should this, however not be achieved, and should I see that we cannot obtain such guarantees as are necessary for carrying out what we have a right to demand of the Porte, I am firmly determined to act independently, and I am convinced that in this case the whole of Russia will respond to my summons, should I consider it necessary and should the honour of Russia require it. I am also convinced that Moscow, as heretofore, will lead the van by its example May God help us to carry out our sacred mission!

The First Assistant Collector of Broach is said to have shot a woman in the leg while out shooting deer about Jambusir. The woman was removed in a precarious state to the Hospital at Broach.

The Delhi correspondent of the *Delhi Gazette* says that the encampments of the Rajahs and Maharajahs at Delhi are so far apart that it would form quite a day's journey to reach some of them.

The *Englishman* hears that it is proposed to confer on the 1st January next *jaghires* and *inams* on some Native subjects who may be supposed to have established political or social claims on the Government of India.

A Telegram from Lahore to the *Statesman* says:— "Amir of Cabul and his family have arrived at Bad-Khak. The disease he is suffering from, is said to be d[illegible]ous. Great scarcity of grain prevails, owing [illegible] to the storing it up in this and

It will be remembered, says the *Bombay Gazette*, that shortly before the Mutiny *chuppatis* were distributed freely over the land. A well-informed correspondent informs our contemporary that the same compounds are now being circulated extensively in certain districts of the Bombay Presidency, and inquiries into the matter are being made by the Police.

The *Statesman* has heard "that affairs on the Frontier have assumed a serious aspect, and that orders have been issued for the immediate blockade of the Pass with troops." Our contemporary is further told that H. E. the Viceroy has hurried to the scene of action with a view to ascertain personally the state of matters. A brush with the Afridis appears to be imminent.

The *Indu Prakash* says: Another movement for the support of children likely to be abandoned by their parents in the famine Districts, is set on foot in Puna. Mr. Vishram Ramji Ghole, a member of the Satya Shodhak Sabha, announces that children under 00 and above 4 years of age who may be shown to be really destitute, will be taken under protection, and carefully fed and clothed and returned to their parents whenever they may find themselves in a position to take charge of them.

Russian newspapers bristle with intelligence of warlike preparations:—

The *Golos* reports that twenty-two large Krupp guns, weighing 1,600lds. each, have been despatched to Sebastopol and Nicolayeff. Special trains laden with ammunition and war material are said to arrive at Charkoff daily. Some of these trains go on to Nicolayeff, others to Sebastopol and Rostoff. The Imperial Minister of Communications has given orders to all railway companies in the Empire to place their lines at the absolute disposal of the Government. If required, the goods vans are to be emptied of their cargoes and made at once for military purposes. Should more than eighteen trains conveying soldiers be run in the twenty-four hours the passengers traffic is to be suspended as well as the goods traffic. Otherwise, passenger traffic may be continued, but so as not to interfere with the Government service. The prohibition of the export of horses is not limited to the Austrian frontier, but applies equally to the Prussian-Officinl notices to this effect have been posted at the Prussian frontier stations. The St. Petersburg *Wredomostij* affirms that the Grand Duke Nichols has given orders, in his capacity of Commander-in-Chief of the Southern Army, to reinforce the battalions of sappers in his army with men possessing a knowledge of mining and the use of galvanic batteries.

What side will Afghanistan take in the event of a European conflict? The *Bombay Gazette* answers it in this way:—

It is idle to trust too much in Shere Ali's protestations of friendship with the Government of India. The geographical position of his country gives him considerable advantages, enabling him, as it does, to play off England against Russia and to feather his own nest in the operation. Shere Ali is too sharp a man of business not to be as well aware of these advantages as anybody else, and we say that it behoves the Government of India to watch with a sharp eye the movements of His Highness. Such an item of information, for instance, as the announcement from St. Petersburgh that he is increasing his ornaments when it is known that but a few months ago he received an emissary from Russia, has a suggestiveness about it which no Viceroy with an ordinary amount of common sense can afford to neglect. It used to be a principal of Lord Northbrook's frontier policy that our best security for having the Afghans on our side, was leaving them alone as long as possible. The Government of India in those days, accepted the theory which still finds favor with a great many people that the Afghans are high spirited, chivalrous race, who prize their freedom and independence above everything else in the world, and that nothing would be more likely to turn them against the English than an invasion or friendly occupation of any part of their territory. It was argued, therefore, by His Lordship that the best course England could pursue, was to allow the Russians to invade Afghanistan if they wanted to do so; for the moment they tried for make themselves master of the country the Afghans would immediately, according to the received view of their patriotism, attack them and invoke the help and protection of the English Government, whereupon England could enter the country as friends of the people instead of as open or suspected enemies. But we should be glad to know upon what evidence this view of the Afghan character is built. Most of the travellers and political officers who have had an opportunity of observing life in Afghanistan, are at one in declaring that the true Afghan is a peculiar compound of virtues and vices; for, although he possesses a certain amount of the manliness which is common all over the world to hill races, he is treacherous and cruel; and one of the most conspicuous blanks in his character is the absence of any feeling of patriotism. He will fight in a clan row readily enough, and he generally occupies his time in doing this; and he is very well pleased, from motives of vanity, if his clan proves successful in the struggle. But as to any feeling of nationality...that is, a willingness to fight for Shere Ali's kingdom for mere love of it—such a thing does not exist, and it is idle to count upon it. Instead of showing grand struggles for national independence, the history of Afghanistan is filled with details of petty clan of family feuds. In short, the Afghans are exaggerated copies of the Scottish Highlanders in their most lawless and bloodthirsty days, and, stripped of the encrusted romance of ages, that means a good deal of chivalry mixed up with robbery, murder, rapine, vindictiveness, and sundry other graces of an utterly barbarous condition.

The rumour is da[illegible] gaining ground that the Amir has been already secured by the Russians and that the English Government is preparing for a war with Afghanistan

The London correspondent of the *Bombay Gazette* very justly remarks in regard to the introduction of a gold currency into India:—

I have reason to believe that at the India Office it is considered, the quantity of silver coin current in India has been exaggerated; but I may be permitted to point out that great injustice will be done if gold is merely issued in exchange for rupees. The chief proportion of the accumulated wealth of India consists of silver ornaments; and, if the value of silver be excessively depreciated by the substitution of a gold for a silver currency in India it is

We learn from the same correspondent:—

The prince of Wales has, I hear, indignantly refused to take the title of Prince Imperial on New Year's Day next. His Royal Highness correctly appreciates the superiority of his present title to any new one he could assume. The curious result of adding the subordinate title of Empress of India to the Queen's former titles, is that the Imperial dignity has become with us—inferior to the Royal dignity. Her Majesty remains Queen first of all, and in like manner the hereditary title borne by the heirs to the English Crown for a period of nearly six centuries must take precedence of any title derived from recent conquests. The English preparations for the cremony of the 1st January are now nearly completed. A hundred silver standards have been sent out for the use of Knights and Companions of the Star of India, and this week's mail steamer carries a portrait of the Queen and a number of valuable presents from Her Majesty to the Native Chiefs, in charge of Mr. T. T. Cooper, who is now attached to the Foreign Department of the India Office. Some curiosity is felt as to the religious ceremonies to be performed on Proclamation Day. I remember that at the opening of the Suez Canal a Christian priest prayed from one pulpit and a Mahomedan moollah from another for the blessing of Heaven on the enterprise. Will this precedent of religious toleration be followed by Lord Lytton? If so, prayers should be offered on behalf of the Empress by priests of Christianity, Islam, Hindooism, Buddhism, and the faith of Zoroaster; and finally, Professor William Wordsworth should have a special pulpit set apart for his own use.

The *Pioneer* says:—

We understand that the trial of the case to which we lately referred as having some elements of resemblance to the Fuller case is to come on in Mr. Lushington's court to-morrow, Wednesday, according to present arrangements, though a postponement is not improbable. It seems that Mr. Jordan, an emplye of the E. I. R., in driving his dog-cart through the chowk, one evening recently, ran over an old Mahomedan, who died soon after. The man was sixty years old, it appears, blind, and deaf; so that though Mr. Jordan and his syce shouted, he did not get out of their way. How it came to pass that he was walking about in the middle of the road without guidance, considering his infirmities, has yet to be explained apparently. When he was knocked down, 11 of his ribs were broken and his spleen ruptured. Mr. Jordan stands committed to take his trial for causing death by a rash or negligent act.

The acoused has been acquitted by the jury:—

We have received a copy of the proceedings of a public meeting of the Mahomedans, held at the Behar Scientific Society's Hall, at Mozufferpore, on the 19 November last, in aid of the Turkish relief. About 250 Mahomedans were present. A sum of Rs. 1,270 was subscribed on the spot. We find that a well-known Hindu Zemindar and Mahajun of Mozufferpore, Babu Nathu Lall, subscribed Rs. 50.

There have been more honors gained by Indian medical students. Dr. Rustomji Nusserwanji Khory, of Bombay, has just passed successfully the examination of the Royal College of Physicians. Babu Womesh Chunder Mukerji has received the degrees of M. B. and C. M. in the University of Glasgow, and was first out of 200 students; and lastly Mr. M. D. Makuna has been appointed Assistant-Surgeon to the small-pox hospital at Clapham.

The *Times of India* thus pays compliments to the fighting powers of the orientals:—

We have in our pay some of the best fighting men in the world. We can command the wild fanaticism of the Mahomedans, the fiery courage of the Sikhs, the reckless daring of the Rajpoots and Yats, the stubborn endurance of the Maharatts, and the splendid dash and élan of the plucky little Goorkhas. The discipline and drill of the native army is almost perfect. It is armed with the Snider rifle, and is carefully taught the latest improvements in modern tactics. In the three Presidency armies, there are according to the latest returns, about 36,000 Mahomedans, loyal to Government, and ready to follow their officers anywhere. The conduct of our native levies in the China war and in Abyssinia, to name two instances out of many, proved conclusively that the horror of crossing the once dreaded "kala pani" has passed away, and that when the Sirkar calls upon him the sepoy will cheerfully go wherever he may be told, and fight our enemies wherever he may meet them.

The Bengalis also were a fighting nation during the times of the Mahomedans, but under the British rule they have so far detereorated as to be quite unfit even to hold a gun. Even the firey Sikhs, the reckless Rajpoots, the enduring Maharattas, and the plucky Goorkhas have lost much of their fighting powers, and this is also due to the injustice with which they have been all along treated by the English Government. If England had shown the different nationalities of India bare justice, and thus secured the good feeling of the entire nation, there would have been no cause for her growing so restless at the advance of Russia.

We learn that H. H. Scindiah has intimated his intention to Sir Henry Daly to place a sum of Rs. 50,000 at his disposal for a grand banquet and ball to be given to the Viceroy during the festivities at Delhi, in honour of the Queen assuming her new title. It would have pleased Her Majesty more if this sum were devoted to some works of public utility.

The Berlin correspondent of the London *Times* writes regarding the Russians in Khiva:—

A deputation of the Khivan nomads met General Lomakin, General Ivanhoff, and the Khan--who has long been a mere puppet in Russian hands--and a general complaint was made against the corruption of the Khan's Government. The nature of the corruption was not explained; nor was there reason given why the Russians, who could exercise, if they were allowed, such a beneficent influence on a Servian Government, have not done as much for the Government of Khiva. The consultation was held at Kunia Urganj, a place on the Oxus. When the nomads made their complaints, the Khan expressed his willingness to abdicate; and to hand over all that he had left of his old dominion to the Czar's officers.

By the same process several sovereign Princes i[illegible]

It appears that the Turkish Government was greatly opposed to the Conference of European plenipotentiaries in the Turkish capital. We learn from the *Home News* that :—

Musurus Pasha the Turkish Ambassador in London, was requested by the Sultan's Cabinet to represent to the English Government, as arguments against the Conference, that the idea of such a meeting ostensibly to dictate conditions to the Turkish Government, was derogatory to the dignity of the Ottoman Empire ; that the phrase automony was one of dangerously doubtful meaning ; that the creation of more independent Powers such as Servia was a perilous expedient ; that it was unjust to grant to the Principalities named by the signatory Powers reforms not extended to other parts of the Porte's dominions ; and that such a course might conceivably prove a possible incentive to rebellion.

The Porte was however compelled to change its attitude at the representation of the English Government who pointed out that a Conference is indispensable for the salvation of Turkey and the peace of Europe.

As for the issues of the Conference the imme diate outlook is believed to be scarcely favourable. The same paper says :—

On Friday, November 10, the Russian Emperor delivered a speech to the Nobles and Communal Council of Moscow, which seeme to breathe the spirit of war, and to despair of peace. The Czar is anxious to preserve peace, but if the Conference is unable to exact from Turkey adequate guarantees for the better government of the "Slavonic brethren" of Russia, then the Czar is firmly determined to act independently, and is convinced that in this case the whole of Russia will respond to his summons. The Czar concluded with the devout ejaculation, "May God help the holy cause !" It has been stated that this speech of the Russian Emperor at Moscow was intended as an answer to Lord Beaconsfield's statement on the previous day, November 9, at the Guildhall, that England would abide by those treaties, of which the object was to maintain the integrity of the Turkish Empire, and that, if war shoul come while she was deootod to this rightoors cause, them she was prepared to meet it. But it seems doubtful whether, as Lord Beaconsfield only spoke on Thursday night, and the Czar on Friday morning, there was time for a telegraphic summary of the English Premier's words to reach the Russian Emperor. The unmistakeable endeavour of the Czar to insist on the religious character of the contingently forthcoming conflict is ominous, and it is unfortunate also to hear that the Turkish officials responsibe for, or implicated in, the Bulgarian atrocities, remain unpunished, and that the scandals of Turkish Government in the European provinces are at the present moment unchecked. The Russian Press and people are clamorous and enthusiastic in to their approval of the Czar's, Moscow speech, and the still more warlike declaration of Prince Gortchakoff. Preparations for hostilities are general, and the idea of peace, as the result of the Conference, is openly scorned. Thousands of Russians are passing through Roumania, and war is the burden of their talk. The export of horses from Russia has been forbidden. In Turkey the war fever is not less strongly pronounced, and manifestations of militray enthusiasm take place daily. A telegram from Vienna gives what purports to be the gist of the guarantees demanded by Russia from the Porte. They comprise : Disarmament of the population of Bosnia, Herzegovina, and Bulgaria ; re-organisation of the local police ; abolition of Turkish irregular troops ; transportation to Asia of the Circassian settlers ; exclusive employment of native officials ; a better system of taxation ; the use of the language of the country in public offices and tribunals ; a Native-Christian Governor for the three provinces mentioned above ; and a permanent commission of supervision made of the consuls of the Great Powers.

A CHRISTIAN Parish lately advertised for a Minister. The qualifications demanded are of an extraordinary nature, though if found, would make the minister a model man :—

He must possess all the Christian graces, and a few worldly ones ; must have such tact and disposition as will enable him to side with all parties in the parish on all points, giving offence to none ; should possess a will of his own, but agree with all ; must be socially inclined and of dignified manners ; affable to all, neither running after the wealthy nor turning his back upon the poor ; a man of High-Low Church tendencies preferree ; must be willing to preach first-class sermons and do first-class work at second-class compensation, salary should not be so much an object as he desire to be a zealous laborer in the vineyard ; should be able to convince all that they are miserable sinners without giving offence ; each sermon must be short and complete in itself—full of old-fashioned theology in mordern dress—deep, but popular, and free from the eloquence pecular to newly graduated the logians ; should be young enough to be enthusiastic, but possess the judget ment of one of ripe years and experience. He only who possesses the above qualifications, need apply.

How the Nawab Nazim of Bengal was robbed by some literary men of note in England will appear from the following items published in the *gazette of India* :—

£1,300. 0 0.—Mr. Maddick acknowledges the receipt of this money "on account of the *Court Circular*" "for papers, &c., in connection with the Nawab Nazim." Other sums were paid by the Nawab Nazim on account of the *Court Circular* ; on the 9th July 1870 £150 ; a bill for £500 was accepted on the 31st August following ; altogether in the course of the seven months at least £1,950 was given by the Nawab, and what is noted above is the only explanation. Messrs. Farrer, Onvry & Co. examined the books.

£25 0 0.—Neale is an upholsterer, and his name appears in other parts of the account. It is explained in respect of this item that "he acted as a medium with the Proprietors of the Graphic for the purpose of obtaining the insertion in that paper of an article upon the Nawab Nazim."

£39 2 6.—David Bain acknowledges the receipt of this money from Fox on the part of the Nawab Nazim, "in his capacity of publisher of Mr. Tayler's pamphlet on Indian Reform," and says that he paid it over to the Printers Bcridge and Co. The Nawab Nazim undertook the payment of the cost of printing the book. Another payment of £10 on the 10th, May 1871 is mentioned, but it is not entered in the Nawab Nazim's bank book or in this account, and was probably paid in cash.

£12 10 0.—J. H. Stacy, for the proprietors of the *London Scotsman*, says that he received this money "for 1,000 copies af the Anglo-Scottish newspaper."

£40 0 0.—Mr. Lindsay says that this sum was a donation to Mr. T C. Bowles, Proprietor of *Vanity Fair*, in acknowledgment of the publication of a likeness of the proprietors of *Vanity Fair* and payment for back numbers.

£20 0 0.—Mr. Mackie was the Editor of a newspaper, called the *Northern Ensign*, and this payment was made to him, it is said, for literary services.

£10 0 0.—Mr. Lowe was the manager of the *Cheltenham Chronicle*, and this money was paid te him for the insertion of an article.

£52 0 0.—Mr. Bithrey was the manager of the *Civil Service Gazette*, and this money was price of 2,000 copies of the paper.

£37 0 0.—Paid to James Vizetelly for 2,000 copies of the *Period*.

£10 0 0.—Donation on the publication of his pamphlet on Indian Reform, for the printiug of which the Nawab Nazim paid through Mr. Bain. See above.

£1,650 0 0.—Mr. O'Beirne acknowledges the receipt of these sums, £250 for himself ; £750 for Messrs. Trubner and Co (out of £910-13, the cost of publishing "The Empire of Asia") ; £275 for Major Evans Bell ; £130 for Mr. Mowbray Walker ; £110 for Mr. Blanchard Jerrold ; and some smaller sums to other persons for what is termed "Literary Services.

Rs.2250 0 0.—These sums are entered in the account as donations to the Asiatic Fund, but what that fund is, is not explained. Mr. Price admits the receipt of the money "for Literary Services rendered to the Nawab Nazim."

Rs.350 0 0.-Both these snms were paid to Professor Amenney, who is a Professor at King's College, He was employed by the Nawab Nazim "in getting up his case against the Government of India." It appears from the Nawab's bank book that many other sums were paid to him, but it is said that he was teaching Arabic to the Nawab Nazim's son.

£52 10. 0.—Mr. Tagore says that this money was paid to him on account of the Nawab Nazim, "being my fee as an Indian Jurist for advising in an Indian political case, and for my written opinion at the request of the Nawab on his claim against the Government of India.'

Rs.520 10 0.—This item was not in the original claim, but has been inserted in Mr. Lindsay's supplementary statement. Mr. Holt says that Fox told him that he should not charge this item against the Nawab Nazim, because it was the the fee paid to Mr. Tagore on arbitration matter respecting Mr. Fox's conduct to Mr. Haviland Burke. Mr. Corke the claimant's Soliciter, denies this, but he has no knowledge, of the matter, and we rely on Mr. Holt, whose account is very falr.

Rs.2,0000 0 0.—Money paid for "legal and literary work and services."

Rs.7000 0 0.—Money paid to Mr. Charles Shaw, the Sub-Treasuer of

Rs.6590.- 7 6.-the Middle Temple, "for (money expended and for literary work and services.'

Rs.5000 0 0.—This sum was paid to Dr. W. Russell of the *Naval and Military Gazette*. It is admitted that the payment was made on account of the Nawab Nazim, but he declines to disclose the object with which the money was paid.

Rs.2,0000 0 0.—The entry in the counterfoil is "H. B. account. and Mr. Holt says that the money was lent by Nawab Nazim to Mr. Haviland Burke when he was on a visit to Mr. Burke at Bournemouth. The loan has never been recoved.

Rs.1000 0 0.—The entry In the connterfoil is "Papers account A.' It seems that Rs.1000 was paid on that day to Mr. Bain of the *Asiatic News*, and Mr. Holt says that the cheque was given on that account.

The following edifying etter has been sent to the Editor of the *Times* by an Anglo-Indian :—

"Sir,—Will you kindly allow me to mention in your columns that my experience in almost every province of India, as well as that of all friends of mine placed in similar positions, corroborates the following statements of the late Inspector-General of Police for Bengal, contained in your issue of the 9th :—

"1. 'All natives know that if they were left to the tender mercies of their own countrymen, their treatment would be far worse.

"2. 'In any dispute between an Englishman, and a native, the civilian magistrate has a leaning against his own conntryman.'

3. 'The British public need not waste tbeir sympathies on matters of speculative humanity, of which the greater part is based on imagination, without any knowledge of the spirit or bearings of the cases in point.'

"These three statements, slightly varied from the exact words of Major-General Pughe, may be said to include everything of importance that can be urged, and they hold good not only for Bengal, but every province of India.

"My own experience in charge of public works, which necessitate the actual management of large numbers of natives, and not the mere dealing with a few servants and *employes*, not only testifies to the correctness of the above, but also shows that the very leaning the Indian magistrate to exculpate natives is the principle cause of such assaults on natives by Anglo Indians as obcasionally occur, excepting, of course, those committed by drunkards.

"The Englishman is sometimes robbed or subjected to serious loss by the misconduct of the natives he employs, and is fully aware of the futility of bringing most of such cases before a magistrate, the tendency to exculpate the native being well known. This sometimes almost forces the Englishman to take the law into his own hands. When the latter is young, conscious sf his own recitude, and heedless, the results have sometimes been serious to the native, who frequently suffers from concealed disease.

"These serious cases are the opportunities that the magistrate delights iu for showing his own power over his own countrymen, and for doing what is called making an example of the Englishman—that is, punishing him more severely than he deserves, which is really putting a feather into his own cap for zeal, after the manner of Policeman X. when he captures a desperate burglar in England.

"The result is most frequently that such cases are made the most of, while a sickly humanitarianism in England can always be appealed to and employed on the wrong side of the questiou.

"Such are the true bearings of most of such cases, which no bureaucratic support of officials towards each other can gainsay, although it appears that imagination in England often carries greater weight than facts and experience on the spot.—"I am, Sir, yours obidiently,

PUBLIC WORKS.

"Royal Institution, Nov. 10

The above is edifying.

A new article of rice called Paris-dressed rice has been introduced in Europe, the rice being dressed and polished by the Paris Rice Mills. Mana complaints have been made that the rice dressed in Holland owes its appearance of polish to oil used in the dressing ; but the Paris Mill dressed the rice dry, and the polish—which is said grain than Java it boils sooner, swells to a perfect bold gran and, when boiled with ordinary milk, has all the appearance and properties of being boiled with milk and eggs.

The "Pall Mall Gazatte" has been permitted to make the following extracts from a private letter from Teheran. The statements, it is said, are those of a trustworthy and well-informed man :—

"X. has just returned from a most interesting journey in the Khorassan. The Russians seem to be the actual masters of the province. All merchandise is Russian. They count by Russian weight and measure, and Russian money is better known than Persian ; Russian agents in every town, and so on."

So Persia has been Russianized.

The London correspondent of the *Times of India* states that the Queen has written an autograph letter to Lord Lytton, commending his late Minute, and urging him to do everything in his power to suppress the scandals of which the Fuller case was an instance, and induce, Englishmen to cultivate a more courteous and considerte behaviour to wards Natives.

Here is a specimen of Mr. Cockerell's etymological knowledge of the Bengali language. He said :—

"There was another point which had been touched upon, and it was *jatras*. Now the term *jatra* had come to mean certain ceremonies over the greater part of what was known as the Bengal Presidency. But the term in Bombay and Madras merely applied, he believed, in its original signification to pilgrims, and the original meaning of the term was a pilgrimage, and this made the term *jatri* signify pilgrims.

Why was not *Gunga-jattra* included in this category ?

We are told by the *Whitehall Review* that Admiral Hobart Pasha, who is at present in the Black Sea with the strongest portion of the Turkish ironclad fleet, has received orders to attack the Russian seaports the moment hostilities between Russia and Turkey are an-nouced.

The ominous toest given by the Emperor of Russia lately at St. Petersburg, "Success to our Generals !" caused a panic in London. "The conviction," says the London correspondent of the *Bombay Gazette*, "is growing fast here that Russia is bent upon precipitating war, and whether Turkey is bullied into the Conference, or not, will have war."

The preparations for war in England are so active that a London correspondent of the *Pioneer* says :—"We are told that men and boys are ordered to work over-time in the arsenal at Woolwich so as to turn out two million cartridges a week instead of half an one. Soldiers on furlough have been ordered to rejoin their regiments, and all leave of absence is suspended"!

Mr. L. W. Hutchinson of Krishnuggur writes to the *Englishman* :—

I say, let the *zanana* remain. Do not commit vandalism by pulling it down, and trotting out the women and children from their retreat, which, by God's blessing, and female education, may become a beatiful system of morality and happiness, suited to the peculiar habits of the natives of Bengal."

THE *Pioneer's* Madras correspondent says :—"The Commander-in-Chief does not, after all, go to Delhi. It is no secret that he has set his face against doing so ever since the famine first threatened ; for, in common with the Madras public, he considers the cost of the show would be better saved, and the proceeds devoted to the starving poor."

The following is the telegraphic summay of the weeks :—

London, December 6.

Home Press publish leaders on Prince Bismarck's speech at Reichstag, and consider it as reassuring.

Constantinople, December 6.

Lord Salisbury accompanied by staff arrived yesterday. Conference commences its sitting, on Saturday.

Berlin, December 6.

In a speech by Prince Bismark, at the Reichstag, he said that Russia seeks not great conquests, but asks us only to co-operate in the Conference, to ameliorate the status of the Christians in Turkey. The triple alliance still subsists. Germany's friendship for England is equally traditional. He believes the differences between England and Russia may be arranged. Our task is to mediate between the Powers, and to localize the war. If our efforts are futile, he cannot conjecture the future.

London, December 11.

"Lord Salisbury had an audience with the Sultan on Saturday, and was cordially received. Preliminary meeting to conference commences to-day.

French crisis continues. The Republican majority insist on the formation of a cabinet from the left, but Marshal Macmahon is unwilling."

Constantinople, December 12.

The first formal Meeting of the Conference was held at the Russian Embassy yesterday. A more confident feeling prevails concerning the result.

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Ganpatram Anupram Trivedi Esqr., Rajkote ...	5	0	0
Narso Pandurang Joshi Esqr., Kamthi ...	5	0	0
Secretary R. Room, Kharaghora ...	5	0	0
Krishnarow Bhimashunkar Shastric Esqr., Sura...	5	0	0

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY DECEMBER 14, 1876.

The conspiracy against the Native Guards of the East Indian Railway has at last been crowned with success. It has been at last definitely settled that no new Native Guards would be employed.

———000———

We have to acknowledge with thanks a brochure on epidemic fever by Hon'ble Babu Degumbor Mittra C. S. I. We intend reviewing it in a future issue.

———000———

The following letter has been addressed to the (London) *Times*, *World*, *Saturday Review* and *Court Journal* by the Madras native agent to the claimant of the Palacondah Zemindary :—

I forward to you by this post certain papers relating to the exile Viziaramarazu, the rightful heir to the Palacondah Zemindary in the District of Vizagapatam. He has been exiled and imprisoned for forty years, although it has been officially stated that he has committed no legal or political offence. The paper which I forward to you shews that he has done no wrong whatever, and yet has he been deprived, contrary to Hindoo and British law, of his estates, and sent to a country hundreds of miles from his own to suffer for forty years close incarceration and comparative poverty. Since his partial liberation by Lord Napier and Ettrick he is still a poor man in a country, the language of which he does not know, and the climate of which has undermined his constitution. I am sure that there is not an editor or a gentleman in England who, if he knew Viziaramarazu's history, would not take compassion upon him. His case is singular in every respect. It is, I say it with the deepest regret, a case of wrong and wicked robbery. He is not the first State prisoner who has been imprisoned at Vellore. Viziaramarazu is of a lineage far more ancient and noble than any Mahomedan or Maharatta prince in India, and he has been deprived of everything but life. Our present Viceroy says that the striking of servants is cowardly. What, Sir, is open robbery by the Government? A servant can go to a Magistrate for redress at once. But my master has no one to look to, if you, Sir, and your brethren who lead public opinion, will not assist him. I venture to say that such a case as this was never ere this placed before you. Siberia and Cayenne do not furnish a parallel to it, and I, therefore, humbly trust that you wtll aid me in my endeavours to obtain for my dear and afflicted master a restoration to his undoubted rights. I may add that my father is a landholder in the northern Sircars, and I have taken up this case at his request, and at his cost.

———000———

The Hogg-Wilson defamation case came off before the High Court last Monday and is creating a great deal of interest in the Town. The whole of Monday and the greater portion of Tuesday were occupied in taking down the deposition of Sir Stuart Hogg. The following statements extorted from him by Justice White are indeed edifying :—

Q.---Did you know that in the first election large quantities of voting papers had been tendered by the agents of any one of the candidates sealed up in one envelope? A. Oh! yes, my Lord; I believe so. In the first election some of the gentlemen put all their papers together, and put them into one packet. Q.--Did the polling efficer record all the votes given in the first batch before he took in more. A.---Yes, my Lord. Q.--Did not that circumstance make you think that the rule of first come fiirst served, would bring about some curions result? A.--No my Lord. It seems to me to be defect in the rules, and the only way to get over that would be to get the person who was present entitled to vote. These are differences which ought to be altered before the next election. Q--Are you aware that the same practice was onserved at the last election? A.--Yes, I am. Q.--There are no dates upon the votiug papers, so that you cannot say which were last signed. There are no dates upon the voting papers, and you cannot tell which were signed first? A.--No. Q.--It would have been better to have treated these votes as split votes, that is, votes of no effect as to the result of elections? A.--It did not strike me that was the way of dealing with them. Q.--Then, from the adoption of this course, the result of the elections would have been different to what it was? A.--Yes, it would have been different. Q.--That is, not knowing which side a man going to vote for? A. Yes. Q.--Did it not occur to you that allowing an agent to collect a number of votes might res-lt in a person being elected who had not a real majo-rity of votes, and to requiring each person to come and stop it? A.—I failed to see how I could have stopped it. I am bound by the rules Any person might come forward but the rules did not say that each seperate vote should be forwarded by a separate agent. Q.—You cousider you were bound by Rule VIII to receive all voting papers forwarded to you. Then putting that construction upon the notifications you issued, it comes to this first come first served. It in fact becomes a race between two agents; does it not? A.-- Speaking from the experience I have gained, I say that alterations are required in the rules as thay are now framed. Q.-- Then they turn the whole election into a farce? Do they not? A.-Yes, they do. But that is the fault of the rules themselves. There was no time to consider the rules between the interval of the first election and the second. If I had remained in my old appointment, I intended asking the local Government to revise the rules, and I believe it was the intention of the Government to revise them.

Sir Stuart Hogg attempts to throw all the blame upon Government, but for fairness' sake he ought to have stated that though the rules were framed in the name of Government, it was he who was their real author, and if any body is responsible for their failure it is he.

———000———

THE SECRET HISTORY OF THE INDIAN LEGISLATION BILL :—The Bhownagar Bill, which was passed in one sitting the other day, has a history and a most important bearing. We shall however at once proceed with our narrative without further preface. The Kattywar States, which are about 188 in

On the conclusion of the treaty of Bassien in 1802, certain portion of the country, amongst which were the villages, now made over to the Thakur of Bhownagar, were ceded in sovereignty to the British Government, and in the year 1815 they were formally added to the Presidency of Bengal and became subject to the Bombay Regulations. The States of Kattywar though small in area were very turbulent, and the British Government thought it necessary to press upon these States some of the institutions essential to orderly Government. To secure this end a political Agency was established, codes of law were introduced, the jurisdictions of the Chieftains were graded and the administration of justice provided for partly by the hands of the Chieftains themselves and partly by the officers of the Agency.

One of the principal Kattywar potentates is the Thakur of Bhownagar. He has been for a great many years the proprietor of the villages now ceded to him in sovereignty. Now these villages are intermingled with the Thakur's Kattywar villages, and great inconvenience and irritation were found to result from the circumstance, that in one village the Thakur, besides being proprietor, was an independent Chieftan, making and administering law subject only to the arrangements made by the Agency, while the next village of which he was also proprietor, was subject to all the minutiœ of law affecting a Bombay Regulation District. Continual disturbances and complaints arose from this cause and it was at last determined that so much of the Thakur's property as had been ceded in sovereignty to the British Government in 1802 should be ceded over to him, subject only to the arrangements made to the Kattywar Political Agency. A negociation to this puepose was entered into with the Thakur and it was embodied in a written agreement in 1860. Then it was proposed to embody it further in an Act of Council, but then the Advocate-General, Mr. Ritchie, was of opinion that the transfer of a portion of British territory in India to a foreign State is not a fit subject for legislation at all. But if the agreement with the Thakur ware properly ratified in England the agreement would be considered as a transfer and would be valid. The Government finally made over the villages to the Thakur by notification in the Gezette dated 29th Januay 1866.

Now it so happened that some time before the notification of 1866 an ordinary suit was brought before the Munsiff of Gogo to recover a piece of land situated in Gangli one of the ceded villages. The Munsiff gave the plaintiff a decree. The Judge of Ahmedabad reversed the decree. The plaintiff appealed to the High Court, who reversed the decree of the Judge and remanded the case for retrial. All that happened before the notification of 1866, and the suit was pending on the remand when the notification was issued. The defendant then took a new point, objected that the Judge had lost his jurisdiction by the circumstance that the village of Gangli had ceased to be British territory. The Judge overruled the objection, and he set the Munsiff's overturned decree on its legs again. Then it was the defendant's turn to appeal to the High Court, and the appeal he did, and the question was argued whether the Judge of Ahmedabad had jurisdiction or not. The High Court thought that if the territory had actually been ceded, the cession would destroy the jurisdiction; but they held that it had not been ceded, because the Crown had no authority to cede any territory at all. This decision was given in the year 1870.

This decision of the Bombay High Court threw the Government into great consternation. Up to that time the Government of India had been no party to the suit, but it at last contrived by leave of the Court to intervene in the suit. The case was re-argued upon some new materials before the High Court whe adhered to their opinion. The suit was then carried to the Privy Council and the judgment delivered on the 28th March last. The appeal was dismissed on a quite different ground, but their Lordships of the Privy Council parenthetically remarked that they entertained great doubts of the soundness of the doctrine laid down by the High Court of Bombay. Emboldened by this decision, the Government issued a fresh notification dated the 8th December last making over the villages to the Thakur of Bhownuggur.

In the meantime when the decision of the Bombay High Court was made known the Secretary of State introduced a Bill in Parliament the object of which was to transfer to the Indian Executive the power of the Imperial Parliament in Indian legislation. The Bill called the Indian Legislation Bill however did not deal specifically with this Bhownuggur question which its authors probably dared not raise in Parliament, but took a very much wider and proportionately more menacing scope. It sought by section 9 to deprive the Courts of all jurisdiction to entertain any question as to the validity of an Act of the Supreme Legislature whatever. The special sinister object was carefully kept in the back ground and a surreptitious attempt was made to muzzle the Judges of our High Courts, so that should a Bhownuggur case occur again, there

THE DRAMATIC PERFORMANCES BILL.—The Bill was passed on the 6th instant and the Hon'ble Mr. Hobhouse was very merry on the occasion. He said that the Bill was for eight months before the public and several came at the 11th, even the 12th, hour to make their representations against it. According to Mr. Hobhouse they should have gone earlier with their representations if they had any to make. This is quite true what the Law member says. The public were late, but this was not the only occasion when they were so late in their representations to Government against public measures; they are always late in their representations. Mr. Hobhouse's short experience must have convinced him of that. Either the public here are too slow or the Government too fast, and this must always occur if Asiatics are governed by Europeans. We do not know whose duty is to make the concession; so far it is admitted however, that one of the great complaints of the people is the hot-haste with which Government wishes to carry them along. Overlegislation and hasty legislation are not new complaints against the British Government in India. May we here parenthetically inquire how long does it take the British Parliament to forge an enactment; is it eight months or more?

But there were other good reasons why the public were so late in their representations in this particular instance. The Bill was framed at a moment of passionate excitement, and it was universally believed that it would be abandoned when that excitement was over. It was never thought that a Government like the one we have here, would like, at a calmer moment, to force such a monstrous piece of legislation upon a dependent and a mild nation. The checks necessary for a Parisian populace are not necessary here. It was believed that the Government, when it found the whole nation opposed to the measure, would abandon it. True it is that a single native paper supported it, but there are white sheep and black sheep in every community. That paper stands alone in its glory. True it is that a native gentleman supported the measure in Council, but the party to which he belongs opposed it, and if he would not support such a measure why was he in Council at all? He was not there by popular voice, he was nominated by Government, and he very well knew what the tax of such a nomination would be.

If a single journal supported the measure, from mere stupidity, the public very well knew how it originated, There was a theatrical company in Calcutta who brought the Prince of Wales upon the stage. Not only that, but they made the Prince play many mad pranks. This made the English public justly indignant; the Prince was here to command respect and secure sympathy but not to be treated so as to make him appear contemptuous in the eyes of the public. The future Ruler of the ruling race treated in this way by their subjects naturally offended their feelings; but there were other obvious State reasons why this action on the part of the theatrical company provoked their anger. This was the secret origin of the Bill that was passed the other day.

Certain members in the Council said that a law was necessary because a certain native gentleman was slandered upon the stage last year. A certain native gentleman was only the scape-goat however. We do not believe that the Government should so suddenly fall in love with native gentlemen as to protect them from slanders by legislation. We have no faith whatever in sudden passions. Niether do we believe that the Government cares a fig whether a theatrical company treats the audience with pure or impure representations. At least it does not care so much as to resort to special legislation for the suppression of obscenity. There was sometime ago a hue and cry raised against the spread of obscene literature, but the Government then took the matter coolly; and there was no talk of a law on the subject. We owe this piece of legislation not that a native gentleman was slandered but the Prince was carricatured, not that obscene literature was corrupting the morals of the public, but because the stage was converted into an instrument to offend the feelings of a proud and conquering race. Of course this was not directly mentioned in the speeches of the members, and the whole brunt of the measure was thrown upon "obscenity" and the "native gentleman," but it is generally understood and universally known why the measure was introduced. The Hon'ble Mr. Hobhouse himself gives a hint when he says that "there were many cases in which prevention was worth all the punishment in the world."

The Prince is not here; the incident which gave rise to this piece of legislation has been forgotten, and the public thought that the Government would not carry the matter to the bitter end. This was the chief reason why th public troubled the hon'ble members at the 11th, even the 12th, hour.

The hon'ble member resorts to arguments to convince us that such a law was proper and advisable. This, we regret, is adding insult to injury. His chief argument, the ground work of the Bill, is this. He thus delivers himself in referrence to the representations made against the Bill :—

ment in the world. That was particularly true in times of excitement, and in cases where the play was of a seditious character. If the performance took place a few times, the mischief would be done, and it was a poor satisfaction to punish the offenders afterwards. It was also peculiarly the case when the object of the play was defamatory. He should like to ask any one of these gentlemen which of the two alterations he preferred: whether he would prefer to be held up in the most vivid way to the scorn and hatred of the public, and then to have his assailant punished, or whether he would prefer to have the whole exhibition prevented. He should like to ask in which case the law would most effectually protect him and which course would leave him a happier and moke cheerful man. Mr. Hobhouse thought he knew what the answer would be given by anybody who has not a foregone opinion on the matter.

Is the hon'ble member aware where his arguments would lead him to? It is quite true that in many cases prevention was worth all the punishment in the world and that it was a poor satisfaction to punish the offenders afterwards. For instance Lord Mayo was murdered by a Mahamudan, and it was a poor satisfaction to hang the murderer afterwards. But would the hon'ble member therefore cut off the hands of all Mohomedans to prevent in future a similar fate to other Governors? Take another instance. We fancy Mr. Hobhouse is not an advocate of the Mahamudan Zenana system. The Mahamudans here strictly follow the principle laid down by him. They too argue that prevention was worth all the punishment in the world. If a woman went astray it would be a poor satisfaction to punish the seducer afterwards, it is therefore proper that they should be kept confined in closets that they might not go astray at all. If Mr. Hobhouse is correct in his views, so are the Mahamudans in theirs.

But perhaps the hon'ble member might be disposed to urge that because women sometimes go astray therefore it is not just to put a restriction upon their liberty; that it is better, under such circumstances, to depend upon the good sense and sense of duty of the women themselves. The women themselves know the penalty of deviating from the path of virtue, that they are rational beings and as such, quite capable of distinguishing right from wrong, and of choosing the path which will lead them to happiness and save them from ruin and degradation. These are precisely the reasons that we would urge against the encroachments of the liberty of the stage. Prevention is no doubt sometimes worth all the punishment in the world, but human ingenuity has not been able as yet to devise means, by which, prevention can be secured, without encroaching upon the legitimate liberty of the subject. To go to the length of preventing crime by legislation is simply taking away the liberty of the subject.

The hon'ble member points out that there was such a law in force in England. The following laws were in force in Plymouth and Massachusetts Bay Colonies only two hundred years ago. "If any child or children above sixteen years old and sufficient understanding, shall curse or smite their natural father or mother, he or they shall be put to death." And again: "If any man have a stubborn or rebellious son of sufficient years of understanding, *viz*, sixteen years of age, which will not obey the voice of his father nor the voice of his mother, and that when they have chastised him he would not hearken to them, such a son shall be put to death." These sections were in force but they were never enforced. It is one thing to have stringent laws and it is quite another thing to have them enforced. Men are generally more merciful than their doctrines, and Englishmen more civilized than their laws. It harms not Englishmen if some stringent laws are still in force in their country, for they know that such laws cannot be enforced against them. They have safeguards to protect themselves from stringent laws which we have not. There are countries so highly blessed that stringent laws cannot harm them, but there are countries where even lenient laws are perverted to oppress the people. Here our rulers are aliens and ignorant of our language, manners, and customs, and as such liable to commit fatal mistakes. Here our rulers are generally over-zealous and they advance ten paces when they are only permitted to advance two. Here O'Donnells imprison their hosts for entertaining them with *jattras* which they thought obscene and which their superiors thought otherwise. Here we have no public opinion properly so called simply because public opinion is not respected. Here we have no means to protect ourselves if petty rulers oppress us through the instrumentality of these stringent laws. Mr. Hobhouse has provided for the prevention of crime, how has he provided for the prevention of oppression? After the gagging Act, this is the the most grievous wrong done to the natives of India.

—ooo—

ANOTHER MADRAS CASE: —Mr. Thomas of Madras like Mr. Leeds, is now a well known man in India. Mr. Thomas is perhaps still more known than his subordinate Mr. Welds; for though the latter was punished, the fact of Mr. Thomas' going scot-free, the party most to blame in the Sannaysee-burial affair, is not soon to be forgotten. Mr. Thomas has become still more famous for the bold and defiant manner in which he treated the Government good services, but mercy is not appreciated by certain natures and is construed by them into weakness, and Mr. Thomas is now, we are told, busily engaged in fighting a pitched battle with the Government, which in a weak moment let off the principal and only punished the tool.

Nobody doubts the good intentions of Mr. Thomas, but his opinions are such as lead one to question their soundness from the very vehemence with which they are urged. No one grudges him the pleasure of having a very high opinion of himself, as it is a pleasure which, if it costs anybody it is not the public but only himself. If his notions urge him to fight with the Government, it is nobody's concern but his own. But he has no right to entertain a low opinion of others in a proportionate degree; at least he has no right to treat the public with such notions, and he has still less right to make such notions the base of his Magisterial operations.

In the judgment given in the case of the late District Moonsiff of Karkal, Zilla Mangalore, a case which we mean to discuss presently, Mr. Thomas remarked that *all the Moonsiffs in India are currupt.* Now this was a notion which he might have profitably kept to himself. First of all, he makes himself liable to criminal prosecution by such a remark, and places himself at the mercy of every Moonsiff in India. And in the second place he gives unmistakeable evidence that, though a District Magistrate and a very great man in his own opinion, he is neither more nor less than a goose. It is impertinent to make such a remark in the judgment of a case of a particular individual, and it is sheer stupidty not to see that for a man to make the assertion that all the Moonsiffs of India are currupt, it is not only necessary for him to know all the Moonsiffs in India, but to know also that that they are given to currupt practices.

Now fancy what would be the fate of a Moonsiff charged with bribery before a zealous Magistrate entertaining such notions. Such fate however befell C. Narayana Swami Aiyar, the late district Moonsiff of Karkal, District Mangalore, a man of the highest respectability, well known to the Prime Ministers of Holkar and Travankore, and of superior education. But all Moonsiffs in India are currupt and Mr. Thomas had a duty to perform. There was one of the currupt native Moonsiffs before him charged with bribery, and he brought to bear his usual sannyasi-burial burning zeal, not to inquire whether the accused was guilty or not, of that he was quite certain before even the case was instituted, but to bring him under the meshes of the law.

But yet for all that it was not necessary to assault the poor Barrister who undertook the defence of the Moonsiff. He had abundant powers under the law of the land, not only to punish the guilty but also whom he fancied so. Yet Mr. Thomas took the unnecessary precaution of expelling the poor Counsel first so as to leave the coast clear for his operations. Now hear what Mr. Maskell the Counsel engaged for the Moonsiff says in his petition to Mr. Thomas which we print in leading type :—

1.—"W. H. Maskell, Counsel for the defendant, wishes here with all possible respect, deference and submission to place on record what seems to him, the prejudiced, biased and unjudge-like conduct of the District Magistrate during the investigation of the above case. Vakeels for the prosecution are allowed unlimited liberty and are treated with every courtesy and respect. They are further allowed, without let or hindrance to put all manner of irrelevant, ridiculous and absurd questions in cross-examination, when he was obliged to prove to the satisfaction of the Court that there is reason for putting almost every question to the witnesses for the prosecution, and when he raises objections to any question put by the Vakeels of the prosecution to defence witnesses, he is treated in a rough, ungentlemanly and discourteous manner by the District Magistrate.

2. "He further wishes to state that when once he raised a legitimate objection as regards some point in cross-examination of the 2nd witness for the defence, the District Magistrate so far forgot himself as to threaten to turn him out and sent for two Constables into Court in order to display his great authority, to lower his position and show plaintiff and his Vakeels he heartily espouses their side.

3. "He further has to state that this is not the first time, while in Court, that the Magistrate has behaved to him in this unaccountable manner. The Magistrate speaks to him rudely and defiantly, apparently with the object of making him commit a contempt of court. He now hurriedly places this abridged statement of facts on record but as soon as he is able, intends submitting a full report of his unjust treatment to a higher tribunal. He is also prepared to make an affidavit in support of the above statements.

4. "W. H. Maskell, Counsel, in above case, declines addressing the Court in behalf of the defendant as he feels fully convinced from the prejudiced behaviour and remarks of the District Magistrate towards himself, the defendant and the defendant's witnesses (*vide* petition put in by Counsel and defendant) that the District Magistrate has resolutely

5. "He further has to state that although the case for the defence is not yet closed, two of the defendant's witnesses have already been placed under arrest for giving evidence in behalf of the defence."

We had heard of a Muktiar, in a distant district of Bengal, to have been made to stand, with a pair of shoes on his head, because he ventured to present himself before the august presence of the Magistrate with his shoes on; we have heard of the case of a Muktiar whose ears were pulled and many other cases in which the same class of useful men were roughly treated by the lords of districts. We fancied that the Muktiars served a very useful purpos in being instruments, where Magisterial wrath found a proper vent and where it was spent. Little did we dream that in the benighted Province of Madras, the Barristers served the same purpose as the Muktiars did here.

As the accused was a Moonsiff and therefore currupt, Mr. Thomas had sufficient cause of quarrel with him; but the Moonsiff added insult to injury by raising an objection against the interference of the Magistrate in the execution of civil decrees. Baboo Atul Krishna Ghose, the Bengal Moonsiff, came in contact with a Magistrate and lost his appointment, and there was a friction between the Mangalore Moonsiff and the Magistrate. So there was a pleasure in his duty, and with zest he took upon himself to perform it. While the Munsiff was sitting in Court, he dragged him from there, leaving the pleaders, plaintiffs, defendants, and witnesses to manage their affairs as best as they can. The Moonsiff was then sent back under custody to make over the seals &c. to the Head Gomasta. It might be said that the Magistrate might have taken this step before he dragged the Moonsiff to his court; but then the sight of a Native Judicial officer dragged from his court during office-hours, while perhaps taking down the statement of witnesses, or writing a judgment, with a pen in hand, and the people aghast with terror and wonder, that was a spectacle which was too good to be lost.

Be it known however that this was done *prior* to any complaint, so we can come to the only conclusion that it was done for the sake of the spectacle. The illegal trespass of the Magistrate into the house of the Moonsiff is a minor matter in comparison to the above. The Moonsiff was however found guilty, imprisoned and fined. If the fine was not paid there was an alternative punishment. The Moonsiff was a stranger there and spoke a different language from the people where he was sent to serve. He had therefore no friends there, and when he was sent to prison, his wife herself was obliged, on the following day, to go to the Head quarters of the Zillah for immediate appeal. Mr. Thomas got notice of this fact, and while she was in her carriage detained her there and demanded the payment of her husband's fine. Her position was not altogether an enviable one. Alone, in a strange place, amongst strangers, her husband in confinement, she detained in carriage, the position of the Brahmin lady excited no feeling in the breast of Mr. Thomas. He was doing his duty and only demanding of the wife the fine that was inflicted on her husband, which the husband never refused to pay, and the usual time for payment of the said fine being not over. Brave man, he was not to be moved from the path of duty by women's tears and he compelled her then and there to part with her jewels!!

We who treat our ladies cruelly, and the Europeans who treat theirs with chivalrous deference, have different notions of the respect due to the fair sex, so our opinion in this matter may not be worth much. But yet a man in this part of the world, who treat a lady, in the position of the Moonsiff's wife, in the manner she is alleged to have been treated by Mr. Thomas, would have been sim[illegible] put down for a——monster. But as we said, As[illegible] notions in these matters may not be worth m[illegible] in the eyes of civilized and chivalrous Europeans.

To go into the details of the cases instituted against the Moonsiff is not our purpose and may tire the patience of our readers. It may not be also necessary, after all that has been stated have, to shew how the cases were conducted. We have already seen what Mr. Maskell the Counsel for the defendant, said in the concluding para of his petition. He said that "although the case for the defence is not yet closed, two of the defendant's witnesses have already been placed under arrest for giving evidence in behalf of the defence." The Counsel made over to two constables, the witnesses for defence arrested for perjury, this was the way in which Mr. Thomas conducted the cases against the Moonsiff.

Four cases were at once instituted against the Moonsiff. All these cases were for bribery. The complainants who gave the bribe were not only not prosecuted but offered compensation. The first serious difficulty was to obtain sanction of the High Court, for it was distinctly laid down that such cases against judicial officers could not be entertained without the previous sanction of the High Court. But Mr. Thomas obviated the difficulty by obtaining one from the Civil Judge who was a new comer. The second difficulty was to get an able native hand who would help him in preparing

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাউফল থানার এলা-কার মধ্যে বি গত ঝড়ে যত মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গ্রামের নাম	অধিবাসীর সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা
বড় ডালিমা	৯৪৩	৩৪১
খার চর	২৪৮	৬৯
তাতের কাটী	৯১৮	২৬৮
ছোট ডালিমা	৬২১	২৬৯
কয়া	৭২৭	২৪১
বোগী	৯১	৮০
চর ঢন ঢনিয়া	৩৫	২৫
বগুড়া কাঁঠ লবাড়িয়া	৮২৭	৪১০
চর হোশনাবাদ	১৮২	৯৯
গহানী	৮৬০	৫১৬
কর্পুরকাটী	৭২৪	৩১৮
দক্ষিণ দাসপাড়া	৫৮৪	৩৮৪
বাঁশবাড়িয়া	১১০০	৬০৬
বরমপুরা	৪৩৬	১১৮
উত্তর আদমপুরা	৩১১	১১২
সোনারকাটি	৫০	৩৪
আদমপুরা	২০৬৬	৩১৯
শৌলা	১১৫	৮৯
	১০৮৪০	৪৩৬৮

আমরা অনুরুদ্ধ না হইলেও বাবু প্রাণনাথ দত্ত এবং কোম্পানীর নীলের হাটের যাহাতে উন্নতি হয় তজ্জন্য এ দেশীয় নীলকরদিগকে আমরা অনুরোধ করিতাম। এ পর্য্যন্ত নীলের হাট সাহেবদের একচেটিয়া ছিল। প্রাণনাথ বাবু তাঁহাদের এই একচেটিয়া বানিজ্য ধ্বংশের জন্য প্রথম যত্নশীল হইয়াছেন। যখন সাহে-বেরা কেবল নীলের ব্যবসা করিতেন তখন বাঙ্গালিরা যত্ন করিলে বোধ হয় হাট স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এখন এ দেশে যে নীল উৎপন্ন হয় তাহা কেবল সাহেবেরা উৎপন্ন করেন না, এ দেশীয়রা-ও অনেক এখন নীল প্রস্তুত করিতেছেন। এখন এ দেশীয় কেহ নীলের হাট স্থাপন করিতে যদি যত্নশীল হন এবং তিনি যদি প্রকৃত উদ্যোগী ও উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী লোক হন, তাহা হইলে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রের তাহার কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আবার যদি এ রূপ কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের সঙ্গে নীলকর দিগের নিজের স্বার্থ থাকে তাহা হইলে বোধ হয় নির্ব্বোধ ভিন্ন এরূপ কার্য্যে আর কেহ উৎসাহ প্রদান করিতে ঔদাস্য দেখাইবেন না। বাবু প্রাণনাথ দত্ত বলিতেছেন যে যাহারা তাহার হাটে নীল বিক্রে-য়ার্থে উপস্থিত করিবেন তিনি অপর হাট অপেক্ষা উহা উচ্চ দরে বিক্রয় করাইয়া দিবেন। আমরা প্রাণ নাথ বাবুকে জানি, তাহাকে কলিকাতার অনেক প্রধান লোকও জানেন। তিনি এক জন সামান্য বণিক নন, তিনি নিমতলার বিখ্যাত দত্ত বংশোদ্ভুত, এক জন জমিদার ও কৃত বিদ্য এবং তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিতে-ছেন তাহা যে অলীক হইবে না। এ বিষয় বোধ হয় অনেকে আমাদের ন্যায় বিশ্বাস করেন।

আগামী ১৯এ ডিসেম্বরে বাঙ্গলার লেঃ গবর্ণর স্পেশিয়াল ট্রেনে দিল্লী যাত্রা করিবেন। এই রূপ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, তিনি অমনি বোম্বাই গমন করিবেন। এটি মিথ্যা জনরব। এখন পর্য্যন্ত যে বন্দবস্ত আছে তাহাতে তাঁহার মার্চ মাসের পূর্ব্বে এখান হইতে গমন করার কোন সম্ভাবনা নাই। সার রিচার্ড টেম্পেল বোম্বাইয়ে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া বোম্বাই-বাসীরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তুর্কি সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত কনেষ্টান্টিনোপলে যে সভার উপবেশন হই-বার কথা ছিল সে সভা বসিয়াছে। প্রথম দিনের কার্য্যের ভাব দেখিয়া অনেকে আশা করিতেছেন যে গোল সহজে নিষ্পত্তি হইবে।

বাঙ্গলায় ইডেন সাহেব গবর্ণর হইবেন এই সম্বাদ দিন দিন রাষ্ট্র হইতেছে, তবে এখন ইহার কোন সঠিক সম্বাদ প্রকাশ হয় নাই। ইডেন সাহেব এই পদে নিযুক্ত হইলে বোধ হয় এদেশের অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

খোয়াগিয়াছে।

এক থলিয়া চাবি।

মিস্সুয়ার্স স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির বাটী এবং জংশন রেড় বোড এবং ফোর্ট এন্ট্রান্সের মধ্যে কোন স্থানে উক্ত চাবির থলিয়াটী হারাইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা পাইয়া থাকেন তিনি উহা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রিন্টারের নিকট আনিয়া দিলে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত হইবেন।

সংবাদ।

—রুশ দেশের সম্বাদ পত্রের গ্রাহকেরা তিন মাস অন্তর কাগজের মুল্য পাঠান এবং প্রধান২ সম্বাদ পত্র রাস্তাতে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় হয়। ইংলণ্ড ও অপর স্থানের সম্বাদ পত্রের এক বৎসরের মুল্য অগ্রিম দেওয়ার রীতি আছে। এ সমুদয় দেশেও রাস্তাতে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় সম্বাদ পত্র বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের কোন২ সম্বাদ পত্র রাস্তাতে বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে পদস্থ সম্বাদ পত্র প্রায় রা-স্তাতে বিক্রয় হয় না। তবে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কেবল রেলওয়ে ষ্টেশনে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আর একটী রীতি আছে। রুশেরা তিন মাসের মুল্য পূর্ব্বে প্রদান করে, ইংলণ্ডে এক বৎসরের মুল্য অগ্রে প্রদান করার রীত আছে, আমাদের দেশে গ্রাহকেরা প্রায় ইচ্ছাপূর্ব্বক কাগজের মুল্য দিতে চাহেন না।

—সিপায়ী যুদ্ধের বিষয় যাহারা অবগত আছেন তাহাদের বোধ হয় স্মরণ হইবে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কতক গুলি লোক আসিয়া বিনা মুল্যে রুটী বি-তরণ করিয়া ছিল। সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলে অবার এই রূপ রুটী বিতরণ করা আরম্ভ হয়। এই ঘটনা দেখিয়া ইংরাজদিগের মনে ভয় হয় আবার বুঝি সিপায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পোলিস এই নিমিত্ত ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হন কিন্তু যাহারা এই রূপ রুটী বিতরণ করিতেছে তাহাদের কোন রূপ দুষ্ট অভিসন্ধি এখন প্রকাশ পায় নাই। বোম্বাইর যে সমুদয় স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে সেই খানে লোকে এই রূপ রুটী বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তি-দিগকে সাহায্য করা যে এই বিতরণের কেবল উদ্দেশ্য তাহা বোধ হয় অনায়াসে বুঝা যাইবে। তবে যাহার ছেলেকে কুমীরে ধরে তাহার ঢেঁকি দেখিয়াও ভয় করে।

—আমরা শুনিলাম দরবারের সময় এ দেশীয় কতক গুলি লোক সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন এই উপলক্ষে রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। নবাব আমির আলিও এই উপাধি পাইবেন। আমরা দেখিলাম ইণ্ডিয়া গেজেটে তাঁহার নামের পর সি এস আই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন নবাব গনি মিয়া ও নবাব আমির আলিতে আর কোন ইতর বিশেষ থাকিল না। মুর্শিদাবাদের নাজিমের ধন সম্পত্তি ও দেনা লইয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু গোলযোগে পড়েন, আমির আলির সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট এই বিপদ হইতে উদ্ধার হন এবং সেই নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সমুদয় সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইলেন।

—গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় যত স্বাধীন রাজা ও নবাব আছেন তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। ইহার মধ্যে অনেকে নানা কারণে নিমন্ত্রণ গ্রহণে শক্ত হন নাই। দিল্লীতে বোধ হয় ৬৮ জন স্বাধীন রাজা উপ-স্থিত হইতেছেন। ইহারা অনেকেই স্পেশিয়াল ট্রেনে দিল্লী গমন করিবেন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে এখন হইতে বড় দিনের মধ্যে দিল্লীতে এক শতের অধিক স্পেশেল ট্রেন গমন করিবে। স্পেশেল ট্রেনের নিমিত্ত এখন নিয়ম মত ডাক আসিতেছে না।

—বিলাতে একটু একটু করিয়া সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন যুবরাজ হিন্দু মহিলা দর্শন করিবার নিমিত্ত হিন্দু পরিবারে প্রবেশ করেন তখন ইংলণ্ড হইতে এক জন দেশীয় পরিবার প্রণালী সুখ্যাতি করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন। সম্প্রতি ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে যাহারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিছিন্ন হইতেছেন এরূপ স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মযাজকেরা তাহা-দিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন। খৃষ্টানদিগের এক স্ত্রী থাকিতে আর স্ত্রী গ্রহণ করার বিধি নাই। পাদরি বলেন যে যদিও আইন অনুসারে স্বামীও স্ত্রী পরস্পর বিছিন্ন হন তথাচ ধর্ম্মানুসারে তাহারা বিছিন্ন হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাহারা এরূপ অবস্থাতে বিবাহ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ মনে করেন।

—মান্দ্রাজের হাকিম হওয়া কঠিন কাজ। আমাদের ইংরাজি স্তম্ভে এক জন মুন্সেফের কষ্টের বিষয় আমরা প্রকাশ করিলাম। আবার এখানে আর একটী মুন্সেফের কষ্টের বিষয় আমরা প্রকাশ করিতেছি। মান্দ্রাজের কোন একটি গ্রামে একটী দুশ্চরিত্রা কোরাণী বাস করে। তাহার উপপতির সঙ্গে তাহার বিবাদ হয় এবং সে এই নিমিত্ত মুন্সেফের নিকট অভিযোগ করে। মুন্সেফ দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে কোরাণীর মোকর্দ্দমা অগ্রাহ্য করেন। সে ইহাতে একেবারে রাগে উন্মত্ত হইয়া তাহার উপপতির প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্দেশে তাহার স্কন্ধের উপর লাফা-ইয়া পড়ে। মুন্সেফ গোলমাল দেখিয়া লোক দিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। কোরাণীর মুন্সেফের উপর ইহাতে আরো রাগের উদয় হয়। সে মুন্সেফকে বলে যে তিনি তাহাকে যেমন হারাইয়া দিলেন সে তেমনি তাহার পুত্রকে পাতকুয়াতে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে এবং তাহার সন্তান হত্যা করিয়া আপনিও ঐ রূপ হত হইবে। সে যখন এই রূপ ভয় প্রদর্শন করে মুন্সেফ তখন ইহা গ্রাহ্য করেন না কিন্তু তাহার পর দিন প্রত্যূষে দেখেন যে সত্য সত্যই তাহার পুত্রের মৃত দেহ পাতকুয়ার মধ্যে পতিত রহিয়াছে।

—আজ কিছু দিন হইল বনগ্রামের মহকুমাতে একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক এক জনকে দেশীয় টিকা দিয়াছিল। তাহার টিকা দেওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বনগ্রাম বিভাগে ইংরাজি টিকা প্রচলিত করেন। স্ত্রীলোকটী তাহা জানিত না। টিকা দেওয়া এই স্ত্রীলোকটীর ব্যবসায় ছিল। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা জ্ঞাত না থাকাতে সে উপরি-উক্ত অপরাধ করে। বনগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ইহা জানিতে পাইয়া স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনেন। স্ত্রীলোক আপন অপরাধ স্বীকার করে, তবে সে বলে যে সে অজ্ঞাত থাকাতে এই অপরাধ করিয়াছে, সে আর করিবে না। মাজিষ্ট্রেট বাবু তাহাকে দশ টাকা জরি-মানা করেন। স্ত্রীলোক বলে যে সে টিকা দিয়া ॥০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সে আদালতে উপস্থিত করি-তেছে, দশ টাকা দেওয়ার তাহার সঙ্গতি নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অলংঘনীয়। সেকালে ঋষিরা শাপ দিলে সে শাপেরও নিস্তার ছিল, কিন্তু এখনকার মাজিষ্ট্রেটদিগের শাপের আর নিস্তার নাই। স্ত্রীলো-কটি দশ টাকা দিতে অশক্ত হয়। মাজিষ্ট্রেট বাবু তাহার ঘর দরজা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বলেন। তাহার যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া দুই টাকা কি তিন টাকা সংগ্রহ হয়, বাকি টাকার নিমিত্ত মাজি-ষ্ট্রেট তাহাকে ফাটকে দেন কি কি করেন তাহা আমরা জানি না যে টিকা লইয়া মাজিষ্ট্রেট বাবু এত করেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী তৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে গবর্ণ-মেণ্ট অকারণে অনেক সময় প্রজার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন, বাধ্য করিয়া টিকা দেওয়া তাহার একটী প্রধান উদাহরণ।

—প্রসিদ্ধ বন্দুক নির্ম্মাতা ক্রুপ সাহেবের কারখানা ২১০০ বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত এবং সেখানে ১২ হাজার মজুরে কাজ করে। এই কারখানার মধ্যে ৫ মাইল বিস্তৃত একটী রেলওয়ে ও ২ মাইল বিস্তৃত একটী ট্রাম ওয়ে আছে। তার যোগে উহার নানা অংশের সহিত পরস্পর যোগ আছে। ক্রুপ সাহেবের নির্ম্মিত বন্দুকের নাম ক্রুপ বন্দুক।

—ডেলি টেলিগ্রাফ একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যখন কুইন এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিবেন সেই উপলক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা দিগকে ডিউক উপাধি প্রদান করা কর্ত্তব্য। টেলিগ্রাফের আর একটি প্রস্তাব করিতে ভুল হইয়াছে। তাহার প্রস্তাব করা উচিত ছিল যে এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ কালে স্বাধীন রাজাদিগকে ডিউক উপাধি প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং ভারতবাসীদিগকে দাস বলিয়া সম্বোধন করা উচিত। স্বাধীন রাজাদিগকে ডিউক উপাধি প্রদান করিলে তাহারা সম্মানিত হইবেন যে ইংরাজ ইহা মনে করিতে পারেন, তিনি দাস উপাধি দ্বারা ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে ইহা ও ভাবিতে পারেন।

—অশ্বারোহী সৈন্যদের অশ্ব পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করার রীতি আছে, কিন্তু সম্প্রতি এ রীতির পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাব হইতেছে। এখন যুদ্ধ নিপুণ ব্যক্তিরা বলিতেছেন যে অশ্বারোহী গমন কালে যদি অশ্ব পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ কালে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে তাহা হইলে অশ্বারোহী এখন যত নৈপুণ্য দেখাইতেছে তাহা অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য দেখাইতে পারিবে। এই নিমিত্ত অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের অশ্বদিগকে সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা প্রদান করিতেছে। তাহারা অশ্বকে এই রূপ শিক্ষা দিতেছে যে অরোহীরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিবে, ইচ্ছা হইলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যত ক্ষণ এই রূপ যুদ্ধ হইবে তত ক্ষণ অশ্ব স্থির হইয়া যোদ্ধার নিকট দণ্ডায়মান থাকিবে, আরোহী ইচ্ছা মাত্র আবার অশ্বারোহণ করিয়া গমন করিতে পারিবে। রুশেরা আবার অশ্বদিগকে অন্য রূপ শিক্ষা দিতেছে। প্রয়োজন হইলে অশ্বারোহীরা অশ্ব অবলম্বন করিয়া নদী সন্তরণ দ্বারা অতিক্রম করিতে পারে, অশ্বদিগকে এই রূপ শিক্ষা দিতেছে। সম্প্রতি তাহারা তাহার একটী পরীক্ষা করে। ৪৬০ হস্ত পরিশর এবং আট হস্ত গভীর একটী নদী এক দল অশ্বারোহী সন্তরণ দ্বারা পার হয়। পার হইবার সময় সর্ব্বাগ্রে ত্রিশটি অশ্ব সন্তরণ দেয় এই অশ্ব গুলি নৌকাতে বন্ধন করা হয়। অশ্বারোহী সৈন্যরা অশ্বের গলদেশ স্থিত কেশ ধারণ করিয়া অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ দেয় এবং নির্ব্বিঘ্নে তিন মিনিটে নদী পার হয়। এই ত্রিশটী অশ্ব পার হইলে সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্য দল নদী সন্তরণ দ্বারা পার হয়। এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে সমুদয় অশ্ব ও অশ্বারোহীরা নদীর অপর পারে গমন করে। প্রথম ত্রিশটী অশ্ব সন্তরণ কালে নৌকার সাহায্য গ্রহণ করে, তাহার পরে যে অশ্ব সমুদয় পার হয় তাহারা আর কোন সাহায্যই গ্রহণ করে না।

—গত বৎসর মান্দ্রাজ বিভাগে এক হাজার সাত শত তেইশ জন আত্ম হত্যা দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মান্দ্রাজে এক হাজার ৫ শত ৬১ জন আত্ম হত্যা দ্বারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কিছু দিন হইল বাঙ্গলায় আত্ম হত্যা অতিশয় বৃদ্ধি হয় এখন কমিয়াছে।

—দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন প্রায় ৩ শত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাদের সমুদয় ব্যয় তিনি স্বয়ং বহন করিবেন। অভ্যাগতেরা দিল্লীতে যে ১৫ দিন থাকিবেন সে ১৫ দিনই গবর্ণর জেনারেল তাহাদের অতিথি সৎকার করিবেন।

—পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অনেক ছাপার কাজ অপরাপর মুদ্রা যন্ত্রে মুদ্রিত হইত কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। এখন শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের সমুদয় কাজ তাহারা নিজে মুদ্রাঙ্কন করেন না, রোড্‌সেস, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি যে সমুদয় বিভাগে গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই সে সমুদয় বিভাগের ও ছাপার কাজ গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা যন্ত্র হইতে ছাপান হয়। অনেকের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় না। এই নিমিত্ত কহ২ সময়২ গবর্ণমেণ্টকে অন্যান্য কাজের ন্যায় ছাপার কাজ কণ্ট্রাক্ট প্রণালী দ্বারা নির্ব্বাহ করার পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রণালী অনুসারে কতক পরিমাণে কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। এক খানি মান্দ্রাজ সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে আলাহাবাদে গবর্ণমেণ্টের ছাপার যে সমুদয় কার্য্য আছে তাহা গবর্ণমেণ্ট পাইওনিয়ারের সম্পাদককে ছাপানের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট দিতেছেন। এটি সত্য কি মিথ্যা সম্বাদ তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত মন্দ পরামর্শ স্থির করেন নাই। এ দেশে গবর্ণমেণ্টকে আর কাহার ও বিরক্ত করার সাধ্য নাই। তাহাদের প্রধান শত্রু সম্বাদ পত্র। এই সংবাদ পত্রদিগকে বাধ্য করার গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহাদের পক্ষে আইন যত কঠোরই করুন, তাহাদের মুখ একেবারে বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নাই। সংবাদ পত্র সকল স্বাধীন থাকে অথচ তাহারা কোন বিরুদ্ধাচরণ না করে এই রূপ হইলে গবর্ণমেণ্টের ভাল হয়। অর্থ দ্বারা সম্বাদ পত্র সম্পাদক দিগকে বাধ্য করা সহজ নহে, সে অনেক অর্থের কাজ। আবার সকলে ইহাতে স্বীকৃত না হইতে পারেন। পাইওনিয়ার গবর্ণমেণ্টের এক রূপ বাধ্য আছেন, আবার যদি তিনি ছাপার কাজ গুলি পান, তাহা হইলে আরো বাধ্য হইবেন। গবর্ণমেণ্ট আলাহাবাদে যে উপায়ে পাইওনিয়ারকে বাধ্য করিতেছেন, মনে করিলে এই রূপে কলিকাতা বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের সম্পাদকদিগকেও বাধ্য করিতে পারিবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সম্বন্ধে লাভ না হউক অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে না অথচ সম্পাদকদিগের ইহাতে উৎকোচ গ্রহণ করা হইবে না।

—হাইদ্রাবাদের নিজাম সত্য সত্যই দিল্লির দরবারে উপস্থিত হইবেন। গত শুক্রবার সকালে তিনি স্পেশেল ট্রেনে দিল্লি যাত্রা করিয়াছেন। তাহার যাত্রা কালে রেলওয়ে ষ্টেশন জনাকীর্ণ হইয়াছিল। নিজামের সঙ্গে তাহার মাতা, সার সালার জং এবং অন্যান্য অমাত্যরা গমন করিয়াছেন। রেসিডেণ্ট সোমবারে হাইদ্রাবাদ হইতে যাত্রা করিবেন। হলকর এবং নিজাম ভিন্ন আর সকলেই এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট আহূত দরবারে উপস্থিত হইতেন, লর্ড মেও আসিয়া প্রথম হলকরকে দরবারে লইয়া যান, নিজামকে দরবারে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুক অনেক যত্ন করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এবার লর্ড লিটন ইহাকে দরবারে উপস্থিত করাইলেন। আমি ইংরাজদিগের দরবারে উপস্থিত হই নাই এ কথা এখন আর কেহ বলিতে পারিবেন না।

—১৮৭৮ খৃ অব্দের ১লা আপ্রিলে পারিসের মেলা আরম্ভ হইবে। পৃথিবীর প্রধান২ দেশে এখন মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মেলার উদ্দেশ্য আমোদ আহ্লাদ নহে, দেশের উন্নতি। যে দেশে এই রূপ মেলা হইয়াছে সেই দেশে সেই উদ্যোগে কোন না কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইয়াছে। যে দেশে মেলার অনুষ্ঠান হয় কেবল সেই দেশে এই রূপ শুভ ফল প্রসব করে না, ইহা দ্বারা প্রায় সকল দেশেরই কিছু না কিছু উপকার হয়। আমরা ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই রূপ একটী মেলা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করি। আমাদের বোধ হয় যদি গবর্ণমেণ্ট এখানে স্বল্পাকারে একটি মেলার অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে এবং অর্থ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না।

—মারগারি সাহেবকে হত্যা করার নিমিত্ত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষতি ও অপমানগ্রস্ত হন তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত চীন সম্রাট ৬৫০০০০ টাকা দণ্ড দিতেছেন। ইহার এক লক্ষ টাকা মারগারি সাহেবের উত্তরাধিকারীগণ পাইবেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা ইহার হত্যার নিমিত্ত, অপর যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহারা পাইবেন এবং ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের তৎসম্বন্ধে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ হইবে।

—দিল্লির দরবারে ফরেন আফিশ এবং প্রেস ক্যাম্পে যে সমুদয় খাদ্যাদি লাগিবে তাহার সংকুলানের ভার লরি এবং ষ্টেটন নামক ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করিয়াছেন। পাতিয়ালার রাজধানী হইতে দুইটি বৃহৎ চন্দ্রাতপ আনয়ন করা হইয়াছে। ফরেন আফিশ ও প্রেস সংক্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই তাম্বুর নিম্নে আহারাদি করিবেন। যাহারা হিন্দু অথবা যাহারা সেখানে গিয়া আহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহাদের নিমিত্ত বোধ হয় স্বতন্ত্র বন্দবস্ত হইবে।

—বাঙ্গলায় আপাতত ৬২৪ জন সিবিলিয়ান কাজ করিতেছেন, ইহার ১০৩ জন বিদায় লইয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে মেলারকোটলা নামক স্থানের নবাব পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে য়্যাটাচি পদে নিযুক্ত হইতেছেন। ইনি এই পদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে সুশিক্ষা প্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করিবে।

—টানাতে ক্রিক নামক স্থানে একটী সেতু প্রস্তুত করিবার সময় তথায় পারদ দেখা গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন সেখানে পারদের খনি আছে কিন্তু এখনও এ খনির কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—দরবার উপলক্ষে লর্ড লিটনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত এ দেশীয় রাজারা কত কল্পনাই করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে জয়পুরের রাজা গবর্ণর জেনারেলের তাম্বু গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিয়া দিবেন। আবার লোহারুর রাজা এই উপলক্ষে পদ্যেতে লর্ড লিটনের জীবন চরিত লিখিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিবেন।

—তাঞ্জোরের রাজ মহিষী দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সেখানে যে সমুদয় বক্তৃতা হইবে তাহা বুঝিতে পারেন এই নিমিত্ত এক জন মেমকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। মেম সাহেব হিন্দিতে তাঁহাকে সমুদয় বুঝাইয়া দিবেন।

—মহারাজা হলকর ১০ই তারিখে ইন্দোর ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিবেন। তিনি ১৮ই তারিখে দিল্লীতে উপস্থিত হইবেন।

—ক্রফট সাহেব কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

—এ দিকে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ এডেন ও বোম্বাইর দুর্গ সুসজ্জিত করিতেছেন এবং তুর্কিরা কনেষ্টেণ্টিনোপোল এবং অন্যান্য দুর্গ সকল যেরূপ সুসজ্জিত ও সংস্কার করিতেছে রুশেরাও সেইরূপ সিবেষ্টপুলের দুর্গ সুসজ্জিতও সংস্কার করিতেছে। আজ ২০ বৎসর হইল সিবেষ্টপোলে রুশেরা ফারাশিশ ও ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হয়। এই ২০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, তুর্কিরা সেই অবধি আর সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং ইংলণ্ড অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহে আর লিপ্ত হইতে চাহেন না। কিন্তু রুশ গবর্ণমেণ্ট এ কাল পর্য্যন্ত কেবল কিসে তিনি পৃথিবী দিগ্বিজয় করিবেন তাহারই যত্ন করিতেছেন। তাহার এই দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা প্রথম নেপোলিয়ান বোনাপার্টি উদ্রেক করিয়া যান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া রুশিয়া কিছু সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু আবার তাহারা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এবার যুদ্ধ যদি আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধ যদি রুশেরা পরাস্ত হয় তাহা হইলে মঙ্গল, নতুবা ইহারা কোথায় গিয়া যে ক্ষান্ত দিবে তাহার অনুমানও করা যায় না। ভারতবর্ষ, চিন, জাপান, প্রভৃতি সকল দেশেরই তাহা হইলে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার ইউরোপের অদৃষ্টে ও তাহা হইলে কি আছে বলা যায়। হিন্দু শাস্ত্র কারেরা বলেন যে কলিতে মহা প্রলয় হইবে। রুশ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তাহা হইলে এই মহা প্রলয়ের সূত্র পাত হইবে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীমানিক চন্দ্র দে, চট্টগ্রাম—বিগত ঝড় সম্বন্ধে লিখেন, “সিদ্ধির চর ও বতুর চর প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ হইতে অসংখ্য ২ স্ত্রীলোক ও পুরুষ গৃহের চাল ও বৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্ধুক অবলম্বন করিয়া বাত্যাবেগে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া একবারে চট্টগ্রামের উপকুল ভাগে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়। সীতাকুণ্ডের সরকারী রাস্তার উভয় পার্শ্বে মনুষ্য, গো, মেষ মহিষ প্রভৃতির মৃত দেহ এক ২ স্থানের রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, একবারে সমুদায় স্থান পূতি গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। চট্টগ্রামে খড়ের গৃহ একবারে শূন্য হইয়াছে, এবং যাবতীয় বৃক্ষের শাখা ও পত্র একেবারে শূন্য হইয়াছে। বৃহৎ ২ জাহাজ সমূহকে একেবারে কর্ণফুলী নদীর তটে উত্থিত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ণফুলী নদীর উচ্ছ্বসিত হইয়া সদর ঘাটের গোলা হইতে ৩।৪ চারি সহস্র মন তণ্ডুল একেবারে ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। লবণের গোলায় জল প্রবেশ করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকার লবণ একেবারে ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে।”

কুমিল্লা হইতে শ্রীভৈরব চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—“গবর্ণমেণ্ট নিকট চিরানুগত ও উপায়ান্তর বিহীন দাসের ন্যায় আমাদিগের এই প্রার্থনা যে নওয়াখালির যে ২ স্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট সেই ২ স্থানে উত্তম ঔষধ সহ কয়েক জন নেটিব ডাক্তার অতি সত্বর প্রেরণ করুন, গ্রামের মধ্যে ও সর্ব্ব সাধারণের গমনীয় পথের নিকট স্থানে ২ যে অসংখ্য মৃত মনুষ্য ও পশ্বাদির গলিত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহা স্থানান্তরিত করুন, কিম্বা গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলুন; স্থানে ২ কূপ অথবা চৌবাচ্চা খনন করিয়া প্রজা পুঞ্জের জল কষ্ট নিবারণ করুন: এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা এই যে জল প্লাবিত দেশের জমিদারগণকে বর্ত্তমান সনের বাকি রাজস্বের দায় হইতে চির বন্দবস্তী মহাল বলিয়া যদি এক কালীন অব্যাহতি দেওয়া না হয় তবে তাহাদিগের প্রতি ন্যায়মতে অন্ততঃ এই অনুগ্রহটুক প্রকাশ করুন যে তাহাদিগের রাজস্ব এই বৎসর না লইয়া আগামী সনের কয়েক কিস্তির উপর উহা ভাগ করিয়া লওয়া যাউক: এবং নিম্নস্থ প্রজাগণের প্রতিও এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে উক্ত জমিদারগণকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হউক। যদি সার রিচার্ড টেম্পল এই প্রদেশ পরিদর্শন কালীন প্রজাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে আমাদিগের উল্লিখিত প্রার্থনা কয়টি পূর্ণ করিলে দিল্লীর দরবারে ভারতের যে উপকার হইবে, ইহাতে তদপেক্ষা যে সহস্র গুণে অধিকতর উপকার হইবে তাহা তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন না।”

মদনমোহন গুপ্ত, নেটিব ডাক্তার, সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন, ১৮৬৮—“হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে উদাসীন দত্ত মহৌষধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া কলিকাতা, ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা কালী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় উক্ত হেম চন্দ্র বাবুকে রেজেষ্টরি করিয়া ২৪এ নবেম্বর দিবসে ১০ দশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। পরে ঔষধ বা পত্রের প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় প্রায় ৫।৬ দিন অতীত হইল স্মরণার্থ আর এক খান পত্রও পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিঔষধ কি পত্রের জবাব কিছুই পাইলাম না। ইহাতে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আপনি যদি ঐ ব্যক্তিকে একবার জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হই।” বিজ্ঞাপন দাতা অনুগ্রহ করিয় পত্র প্রেরককে পত্র লিখিবেন।

শ্রীক—রঘুনাথ গঞ্জ লিখেন, “জঙ্গীপুরের মুন্সেফী আদালতের জনৈক উকীল বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় ... মাত্র পরোপকার ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় সদনুষ্ঠানে রত আছেন। বিগত দুর্ভিক্ষে সাধ্যানুসারে আনুকুল্য করিতে ক্রটী করেন নাই। আবার পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় করিয়া একটি বাটী প্রস্তুত করত গত বৎসর অত্রত্য ডিস্পেন্সরির জন্য দান করায় সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছেন।”

শ্রীঃ—বুদ্‌বুদ। “বুদ্‌বুদ সবডিবিজনের সুযোগ্য ডিপুটী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সুশাসনে ও কার্য্য দক্ষতায় আমরা যার পর নাই বাধিত হইয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে উক্ত ডেপুটী বাবু এই মহকুমায় চিরস্থায়ী হইয়া দিন দিন আমাদের সুখবর্দ্ধন করুন।”

শ্রীভুক্তভোগী—লিখেন “মহকুমা বশীরহাট, ষ্টেশন বাদুড়িয়ার অন্তর্গত তারাগুনীয়া নামে একটী ভদ্রপল্লী আছে। এখন এই গ্রামে এরূপ জঙ্গল হইয়াছে যে পথ ঘাট কিছুই নাই, কাহারও বাটী যাইতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়, মহাশয়, আমরা ত ট্যাকস দেই তবে আমাদের গ্রামের জঙ্গল গুলি কেন না পরিষ্কৃত হয়? যদি বলেন তোমাদের ত মেম্বর আছেন তাঁরা এবিষয়ে যত্ন করেন না কেন? তাঁহারা যত্ন করেন না কেন তাঁহারাই জানেন। তবে ট্যাকস বৃদ্ধির রায়ে তাঁহারা বেশ রায় দিতে পারেন। কিন্তু দেশ যে জঙ্গলে উৎসন্ন গেল তার বেলা কথা নাই। এই সময় শৃগাল ও সর্প দংশনে কতক গুলি লোক গেছে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে মান্যতম দেশ হিতৈষী দয়াশীল সুযোগ্য বশীরহাটের ডিপুটী বাবুর কর্ণে এই গ্রামের এই রূপ দুরবস্থারকথা প্রবেশ করিলে ইহার অবশ্যই প্রতিবিধান হইবে। এখন ভরসা আপনার পত্রিকা, এই ভরসায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।”

এক জন হিতৈষী, পাবনা। দোগাছীর থিয়েটরের অভিনয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া এক খানি নিরতিশয় দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক রঙ্গ ভূমির সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া বলেন “পুনর্ব্বার এ রূপ লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে তাঁহার যেন অভিরুচি না হয়।”

জনৈক হিন্দু, জামালপুর। আপনার পত্র খানি প্রকাশ করা আমাদের বিবেচনা হইল না।

বহরমপুরী ক্লা, মোজঃকরপুর—লিখেন “গত ২ বৎসর কাল এই গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণাংশে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস ছিল। এই পোষ্টাফিসটী থাকায় কেবল এই গ্রামের নহে অন্যান্য নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের যে কিপর্য্যন্ত উপকার হইত তাহা বলা যায় না। সংপ্রতি কয়েক মাস হইতে উক্ত পোষ্ট আফিসটী অকস্মাৎ বন্ধ হইয়াছে। কারণ উক্ত ডাক কর্ম্মচারীটীর কোন স্থানে একটী উত্তম কর্ম্ম হওয়ায় তিনি কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তদবধি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অন্য কেহ আসিল না পোষ্ট আফিসটী অদ্যাবধি খোলা হইল না। এই পোষ্ট আফিসটী স্থাপন হইবার পূর্ব্বে উক্ত স্থানে একটি পত্রাদি দিবার বাক্‌স ছিল, প্রত্যহ ডাক রওনা হইবার পূর্ব্বে সহর হইতে এক জন পিওন আসিয়া বাক্‌স হইতে পত্রাদি লইয়া যাইত। সংপ্রতি বাক্‌সটীর বন্ধ হইয়াছে, কোন পিওনও আইসে না আর কেহ পত্রাদিও দেয় না। ইহাতে সাধারণের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। পোষ্ট আফিসটী উঠিয়া যাওয়ায় সকলেরই অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া ... পারি এখানে একটি পোষ্ট আফিস থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কখনই ক্ষতি হইতে পারে না, বরং লাভ হইতে পারে। বহরমপুরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নহে এটি সহর তুল্য প্রায়, এখানে সকলই ভদ্র লোক, ইতর লোক অতি কম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল সমীপে নিবেদন যেন এই স্থান বাসীদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া উক্ত ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসটি পুনঃ স্থাপনের আদেশ দেন।”

প্রেরিত।

দরবার এবং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী কথা।

আজ কাল ভারতের অবস্থা বড় ভয়ানক। বিন্ধ্যাচলের নিম্ন প্রদেশ হইতে কুমারী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে দুর্ভিক্ষ করাল মুখ ব্যাদান করিয়া বিচরণ করিতেছে। কত শত লোক এই রাক্ষসীর উদরস্থ হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। পেটের দায়ে কত লোক প্রাণ সম পুত্র কন্যাকে বিক্রয় এবং সময়ে সময়ে বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এ ছাড়া আরও কত প্রকার রোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ দিকে পূর্ব্ব বাঙ্গলা প্রকৃতির কোপে উৎসন্ন গিয়াছে। তথায় অধিকাংশ গ্রামই প্রাণী শূন্য হইয়া হা হা করিতেছে। সহস্র২ প্রাণী সাগর গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। সহস্র২ মানব বাত্যা বিতাড়িত হইয়া কোথায় কি রূপে আশ্রয় পাইয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই। যে হতভাগারা এই দারুণ বাত্যা এবং জল প্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, উদর পুরণের উপায় নাই, ঘর দুয়ার খাদ্য সামগ্রী জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা দেশে দেশে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। তাহার উপর আবার শুনিতেছি দস্যুর অত্যাচার। এমন ঘোরতর দুঃসময়ে ভারতের বিধাতারা এক সাম্রাজিক সভার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আপামর সাধারণ সকলে উর্দ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা কর পুটে প্রার্থনা করিতেছে;—হে ভারত বিধাতৃগণ! আমরা বিবিধ সাময়িক উৎপাতে উৎপীড়িত হইতেছি আপনারা কিছু দিনের জন্য আমোদ, উৎসব বন্ধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, আপনারাই আমাদের মা বাপ, আপনারা এই সকল বিপদে না রাখিলে আর কে রাখিবে?

এই হৃদয়বিদারক ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না! আমরা ক্রমেই দেখিতেছি দরবারের আয়োজন ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইতেছে। বিভাগীয় কমিশনারগণ দিল্লিতে আপন আপন তাম্বু পাঠাইতে আদেশ পাইয়াছেন। দেশীয় রাজা এবং সর্দ্দারগণ নিমন্ত্রণ পাইয়া দরবার দর্শনের সাজ সজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। আর আমরা দরবার স্থগিতের আশা করিতে পারি না। তবে এখনও যদি গবর্ণমেণ্ট কোটি২ লোকের কথায় কাণ দিয়া উৎসব সম্পাদনে বিরত হয়েন তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ এবং ঝটিকার কোন খবর লন না একথা আমরা বলি না। তাঁহারা রাজা আমরা প্রজা; রাজা যদি প্রজার দুঃসময়ের খবর না লন তবে আর কে লইবে? অবশ্য লেফটেনেণ্ট গবর্ণর স্বচক্ষে বাত্যা পীড়িত দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং তথায় সাহায্য প্রদানেরও অনেক উপায় হইতেছে। আর দক্ষিণের দুর্ভিক্ষ দেখিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত নাই, নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তবে কথা কি, রাজ পুরুষদের মন এখন দরবারের প্রতি যত পরিমাণে নিয়োজিত তত আর কোন বিষয়েই নহে। আর এক কথা। ব্রিটনেশ্বরীর রাজ রাজেশ্বরী উপাধি ধারণ ভারতবাসীর পক্ষে বড় আনন্দের বিষয়; কিন্তু হায়! আজ সেই আনন্দে আমাদের হৃদয় উন্মত্ত হইল না, মুখ প্রফুল্ল হইল না। দুর্ভিক্ষ এবং বাত্যা প্রপীড়িত ভ্রাতৃ বৃন্দ চারি দিকে হাহাকার করিতেছে, সেই কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ... শুনিতেছি! আমরা কোন প্রাণে উৎসবোন্মত্ত হইব? যদি কোন শান্তির সময়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত তবে আমরা অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম।

আমরা এই অবসরে বাঙ্গালিদিগকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বিগত ২২এ নবেম্বরের ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হইলাম যে বম্বে গেজেট তৎ প্রদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ অর্থ সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ সাধারণের শত্রু ইহা আজ বম্বে মান্দ্রাজে বিরাজ করিতেছে, আর এক দিন পঞ্জাবে এবং অন্য দিন রাজপুতনায় যাইতে পারে। সুতরাং দাক্ষিণাত্য বাসীরা এই শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করণার্থ সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগের উপর দাবি করিতে পারেন। উক্ত পত্রিকা আরও বলেন যে ১৮৭৩ সালে বাঙ্গলার যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন বম্বে হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল বঙ্গবাসীগণ তার যোগে দিবানিশী দাক্ষিণাত্যের অকাল

সম্বাদ শুনিয়া। ও যখন এ কাল পর্য্যন্ত ইহার প্রতি মনোযোগ করেন না তখন বোধ হইতেছে যে তাঁহারা এ রূপ দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বের প্রতি সম্যক বিশ্বাস করেন না। অবশেষে পত্রিকা প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গবাসী বন্ধুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক বম্বে এবং মান্দ্রাজবাসীদিগকে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিতে চেষ্টা করা বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য। না করিলে তাঁহাদের কলঙ্ক আছে। আমরা তাঁহাদিগকে ১৮৭৩ সালের উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বলিতেছি না; তাঁহাদের নিস্বার্থ ভাবে সাহায্য করা উচিত; কেননা দাক্ষিণাত্যবাসী আর বঙ্গবাসী পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ সকলেই এক জননীর সন্তান, একের দুঃখ অপরের অসহ্য হওয়া উচিত। তবে বঙ্গবাসীগণ আজ কাল এক অভিনব বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলা বঙ্গবাসীর অর্দ্ধেক হৃদযন্ত্র। আজ তাঁহাদের হৃদয়ের সেই অর্দ্ধাংশে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। বাঙ্গালী এখন বেদনায় অস্থির। পূর্ব্ব বাঙ্গলা বাঙ্গালীর শস্যাগারের শস্যরাশী প্রকৃতির প্রচণ্ড নিশ্বাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সেখানেও দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হয় সমস্ত বঙ্গ দেশ এবার একটি ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষের হস্ত এড়াইতে পারিবে না। যাহা হউক এ রূপ অবস্থাতেও বঙ্গবাসীর বম্বে এবং মান্দ্রাজের দুঃখ দূরী করণের সাহায্য করা উচিত, অন্ততঃ তাঁহাদের দুঃখের সম দুঃখী ও হওয়া উচিত।

ধানওয়ার।

শ্রীভগবতী চরণ ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

TREATISE

On the modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zemindars &c. is in the course of compilation.

The compiler has already secured the kind patronage of several Native Chiefs, Rajas and Zemindars with short accounts of their lineage, charitabie Acts &c.

Rajas, Zemindars, and Talookdars who desire to record their names in this work, are solicited to forward to the undersigned at an early date a brief account of their family, together with such informations as may be considered important and nteresting to the public.

Subscription in advance per copy Rs. 4 " "
Packing and postage 1 " " Rs. 5

LOKE NATH GHOSE
No. 254, Upper Chitpore Road
Calcutta.

অপূর্ব্ব সংযোগ বা ইন্দুমতী।
বীররসোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক।
অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৴০

কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরী ক্যানিং লাইব্রেরী ৩৭ নং মেছুয়াবাজার আলবার্ট প্রেস চিনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শত্রু সংহার নাটক।
সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত। মূল্য ১ টাকা।

মহালের বন্টন বিষয়ক।
১৮৭৬ সালের ৮ আইন।
মূল্য..........।০ মাশুল ।০

কলিকাতা
চিৎপুর রোড } শ্রীনৃত্য লাল শীল।
৩১৯ নং বটতলা।

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী
বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের ফটোগ্রাফ প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রীলোক দ্বারা উঠান। স্বল্প মূল্যে ও অল্প সময়ে উহা সমাধা করা যাইবে।
হেনরী এণ্ড কোং
১৩০ রাধা বাজার

বাটী পরিবর্ত্তন।
শোভাবাজার অপার চিৎপুর রোড নং ২৭৫
শ্রীশশীভূষণ দত্ত
হাইকোর্টের উকিল।

জুলজিকেল গার্ডেন।
আলিপুর।
রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান
প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.......................৵০
মঙ্গলবার.......................।০
বুধবার..........কেবল মেম্বর এবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.......................।০
শুক্রবার.......................।০
শনিবার.......................।০
রবিবার.......................॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১৲।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে ড়িনিয়া গাফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

নীল নাল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয়। যাহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা।। (১)

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং
কোম্পানি লিমিটেড।
সিল্ক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুদ আছে। সেলাই করিবার রেসমের সুতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেন্ট মেসর্স এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনা নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্যসংসারে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং ইহার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুয্যা
কার্য্যাধ্যক্ষ
জয়দেবপুর ঢাকা

হোমিওপেথিক!

বেঙ্গল হোমিও পেথিক ফারমেসি।
(শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে।
১ নং আপর সারকুলর রোড, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় হোমিওপেথিক ঔষধি, গৃহ চিকিৎসার এবং ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ২ পীড়ার বাঙ্গলা ও ইংরাজি ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্স, পুস্তক এবং অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে হোলসেল ও রিটেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দ্রব্যাদি সমুদয় নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে

ওলাউঠার বাক্স।
১২ শিশি (গৃহোপযোগী) সমেত ব্যবস্থা পুস্তক মূল্য
২৪ শিশি পূর্ণ (চিকিৎসকোপযোগী পুস্তক ১০
রুবিনির ক্যাম্ফার (ওলাউঠার প্রতিনিষেধক) সমেত ব্যবস্থা পত্র ১
জল পরিস্কার করিবার পকেট ফিলটার ৫
জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র ৭

লালবিহারি মিত্র এবং কোং
হোমিওপেথিক চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

অর্শরোগের অব্যর্থ মহৌষধ!
১১দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে।
মূল্য ১/৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা
শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮নং মলঙ্গা লেন, বহু বাজার, কলিকাতা।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।